

## ৫০ বছর পরেও

ভাষ্যকার

যিনি বলেছিলেন যে আমি কমিউনিস্ট এবং আমার সব পেইন্টিং কমিউনিস্ট পেইন্টিং। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯৩০-এর দশকে ফ্যাসিবাদের উত্থানের সময় ফ্যাসিবাদ বিরোধী অগ্রণী যোদ্ধা এবং ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। ফ্যাসিবাদ বিরোধী তাঁর শিল্পকীর্তিগুলি আজও অমর হয়ে আছে। সিরামিকস, ভাস্কর্য, সাদার ব্যবহার , সেলিব্রিটি ফটোগ্রাফ-১৯৭৩ সালের ৮ এপ্রিল তাঁর মৃত্যুর পর গত অর্ধশতকে এমন নানা বিষয় নিয়ে অসংখ্য প্রদর্শনী হয়েছে। তারপরও বিখ্যাত এই শিল্পীর মেধার সবকিছু কি এই বিশ্ব পেয়েছে? তাঁর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হতে যাচ্ছে ৮ এপ্রিল। মৃত্যুর এত দিন পরও স্প্যানিশ এই মাস্টারপিস শিল্পীর চিত্রকর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ অফুরান। তিনি পাবলো পিকাসো। ১৮৮১ সালে স্পেনে তাঁর জন্ম আর ১৯৭৩ সালে ফ্রান্সে তাঁর মৃত্যু হয়। কৈশোর থেকে মৃত্যুর আগপর্যন্ত ৯১ বছর বয়সেও কাজ করে গেছেন।

ইতিমধ্যে প্যারিসের পিকাসো জাদুঘরে প্রদর্শনী দেখতে দলে দলে দর্শনাধীরা আসতে শুরু করেছেন।এই গ্রীষ্মে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে একটি প্রদর্শনী হবে, যেখানে এই শিল্পীকে নতুন করে মূল্যায়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে । প্রদর্শনীটির ডিজাইনার পল স্মিথ বলেন, আমি নানাভাবে এই প্রদর্শনীর সাজসজ্জা করেছি। কারণ, এখানে স্কুলের শিক্ষার্থী ও কিশোরা-কিশোরীরা আসবে। ‘তারা ভিন্ন ভিন্ন আলোকে পিকাসোর কর্ম দেখবে।’ আমাদের অনেকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে পিকাসোর কাজ দেখেছি। সুতরাং আমরা এবার নতুনভাবে তাঁকে তুলে ধরতে চাই।’ পিকাসোর নাতি অলিভার উইডমায়ার-পিকাসো বলেন, পিকাসো আমাদের সবকিছু গোলাচ্ছেন। এখানে আমরা ক্ষুধার্ত। এখানে আমরা তাঁর নতুন কিছু দেখতে চাই।’ তিনি বলেন, অসংখ্য জাদুঘররক্ষক, ঐতিহাসিক ও গবেষক পাবলো পিকাসোতে মুগ্ধ হয়ে আছেন। তাঁরা তাঁর নানা দিক উন্মোচনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

প্যারিসের জাদুঘর পমপিদৌ সেন্টারের সাবেক পরিচালক বার্নার্ড ব্রিসটন বলেন, পিকাসো এখনো সবার ওপরে। অসাধারণ উত্তরান, ৮০ বছর ধরে অব্যাহত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ভূপ্তি-অভূপ্তির আকাঙ্ক্ষা-সবকিছু মিলিয়ে পিকাসো একজনই।

## বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সংঘাত রাজ্য ও রাজ্যপালের

স্টাফ রিপোর্টার : ফের তুঙ্গ রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে রাজভবনের নির্দেশিকায় ক্ষুদ্র রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাতা বসু। শিক্ষাদপ্তরকে অন্ধকারে রেখে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলেই অভিযোগ। নির্দেশিকা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন তিনি। শুক্রবার ব্রাতা বলেন, এই চিঠির কোনও আইনি ভিত্তি নেই। রাজ্যপাল আইনি ভিত্তি চলেতে ভালবাসেন। ফলে আমরাও আইনি পরামর্শ দেখব। ইতিমধ্যেই আমরা আইনি পরামর্শ চেয়েছি। এক অর্থে এই চিঠি নৈতিকভাবে ঠিক নয়। সমস্ত ২ পৃষ্ঠায় দেখুন



কলকাতা সংস্করণ

৫৬ বর্ষ □ ১৭৯ সংখ্যা □ ৮ এপ্রিল, ২০২৩ □ ২৪ চৈত্র ১৪২৯ □ শনিবার

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 179 • 8 April, 2023 • Saturday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

## প্রতিবাদ জানিয়ে এডিটর্স গিল্ডের বিবৃতি

# কণ্ঠরোধ হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুম্বাই, ৭ এপ্রিল : সংবাদপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর সরকার যেভাবে নজরদারি চালাচ্ছে তাতে এডিটর্স গিল্ড ক্ষুব্ধ। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি তথ্য ও প্রযুক্তি আইন সংশোধন করেছে এবং গিল্ডের মতে সংশোধিত আইনটি যা দাঁড়িয়েছে তা প্রায় সেপরের সামিল। ওই আইনে বলা হয় সংবাদমাধ্যমে সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে ভুলো সংবাদ, অসত্য ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন করা যাবে না। এই নির্দেশ মান্য করা বাধ্যতামূলক।

গিল্ডের প্রশ্ন হল, কোন সংবাদ ভুল বা বিভ্রান্তিমূলক কিনা তা বিচারের জন্যে সরকারের মানদণ্ড কী। আশ্চর্য হল, এই বিষয়টি স্পষ্ট না হলেও সংশোধিত আইনে বলা হচ্ছে, সরকারি বিধিনিষেধের

বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করা হবে আইন বিরুদ্ধ। অর্থাৎ সরকার যদি কোন অনন্যায় সুপারিশ করে তার বিরুদ্ধে কোন মঞ্চেই প্রতিবাদ করার অধিকার থাকবে না সংবাদপত্রগুলির।

গিল্ডের মতে, এই সিদ্ধান্ত ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে এবং এই জাতীয় কঠিন সিদ্ধান্ত দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে পারে না। এডিটর্স গিল্ডের পক্ষ থেকে তথ্য ও প্রযুক্তিমন্ত্রককে এই সংশোধনীটি প্রত্যাহারের অনুরোধ করা হয়েছে। এদিকে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর এই সংশোধনীটি সংবাদপত্রে সেপরের সামিল এমন অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকারের মনোভাব মোটেই স্বৈরতান্ত্রিক নয়, খুবই বিশ্বাসযোগ্যভাবে সব করা হবে। ক্ষমতার অপব্যবহারের আশঙ্কা অমূলক।

## গার্ডেনরিচের পুড়ে ছাই বহু ঝুপড়ি

স্টাফ রিপোর্টার : গার্ডেনরিচে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল বেশ কয়েকটি ঝুপড়ি। শুক্রবার বেলা ১২ টা নাগাদ গার্ডেনরিচের পাহাড়পুর বস্তি এলাকায় আগুন লাগে। ঘটনায় ৩ টি ঝুপড়ি পুরে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৩ টি ইঞ্জিন। প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা। ফলে আগুন আশেপাশের ঝুপড়িগুলিতে ছড়াতে পারেনি। মাথার ছাদ হারিয়ে ফেলে কানায় ভেঙে পড়েছেন ঝুপড়ির বাসিন্দারা।



গার্ডেনরিচ অগ্রিকাণ্ডে ঘটনাস্থল সরজমিনে দেখছেন দমকলকর্মীরা।

ফটো : সংগৃহীত

স্থানীয় এবং দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝুপড়ির পাশে একটি গুদামখর রয়েছে। সেখানে কাঠের উনুনে রান্না করা হচ্ছিল। সেখান থেকে কোনওভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। যদিও আগুন লাগার কারণ এখনও জানতে পারেনি দমকল। তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঝুপড়িগুলি পাশাপাশি অবস্থিত হওয়ায় এবং তাতে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ ছিল। ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে দমকল পৌঁছে যায়। তবে আগুন অন্যান্য ঝুপড়িগুলিতে ছড়িয়ে

পড়ার আগে নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার পরে ঝুপড়ির বাসিন্দাদের তড়িঘড়ি ঘরের ভিতর থেকে বাইরে বের করে আনা হয়। তবে ঘরের ভিতরে থাকা জিনিসপত্র বাইরে বের করতে পারেননি বাসিন্দারা। ঘটনায় কেউ জখম না হলেও ঝুপড়ির ভিতরে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। যার মধ্যে টাকা পয়সা আসবাবপত্র থেকে শুরু করে রয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র।

এদিকে, এদিন সকাল ১১ টা নাগাদ আগুন লাগে নিউটাউনে। সিটি সেন্টার ২-এর পিছনে থাকা বেশ কয়েকটি দোকানে দাউদাউগে আগুন জ্বলতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইকোপার্ক থানার পুলিশ। পরে খবর দেওয়া হয় দমকলে। দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থানেকের চেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে এদিন প্রথমে একটি দোকানে আগুন লাগে। পরে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য দোকানগুলিতে। স্থানীয়রা

তড়িঘড়ি পাশের আবাসন থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। পরে ঘটনাস্থলে দমকল এসে পৌঁছয়। ততক্ষণে ৮ টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এদিকে, আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে নেন। আপাতত দোকান মালিকদের অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য ত্রিপল দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

## রাহুলের শান্তির বিরুদ্ধে বিরোধী ঐক্যে উৎসাহিত

# লোকসভায় একসঙ্গে লড়াইয়ের ডাক কংগ্রেসের

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : রাহুল গান্ধিকে শান্তিপালনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বিরোধী ঐক্য গড়ে উঠেছে তা আরও জোরদার করার বিরোধী ভোট ডাক হলে বিজেপিরই সুবিধে। সুতরাং এই বৈঠকে বাম দলগুলিকে যেমন ডাকা হবে তেমনই ডাকা হবে তৃণমূল কংগ্রেসকে, উত্তরপ্রদেশ থেকে ডাক পাবেন সমাজবাদী দল, মহারাষ্ট্রের এন.সি.পি. এবং বিহারের তেজস্বীর নেতৃত্বে

সূত্রে জানা যায়, এই মুহূর্তে কংগ্রেসের লক্ষ্য কোন বাহ্য-বিচার না করে সব বিরোধী দলকেই বৈঠকে ডাকা। কারণ, বিরোধী ভোট ডাক হলে বিজেপিরই সুবিধে। সুতরাং এই বৈঠকে বাম দলগুলিকে যেমন ডাকা হবে তেমনই ডাকা হবে তৃণমূল কংগ্রেসকে, উত্তরপ্রদেশ থেকে ডাক পাবেন সমাজবাদী দল, মহারাষ্ট্রের এন.সি.পি. এবং বিহারের তেজস্বীর নেতৃত্বে

রাষ্ট্রীয় জনতা দল। কবে সেই বৈঠক হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। হাইকম্যান্ড সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই খাড়গেজীর চিঠি পেয়েছে তামিলনাড়ুর ডিএমকে। তারা ইতিবাচক সাড়াও দিয়েছেন। ডিএমকে'র অবশ্য জাতীয় রাজনীতিতে বরাবরই ভূমিকা কংগ্রেসের সহযোগী হিসেবে। হাইকম্যান্ডের ওই সূত্র বলেন, কংগ্রেস বহুকাল যাবৎ

বিজেপি'র বিরুদ্ধে বৃহত্তর বিরোধী ঐক্যের পক্ষপাতী। বিজেপি'র প্রতি দেশের মানুষের যে বিরাট সমর্থন আছে তা নয়, তারা কেবল বিরোধী ঐক্যের সুযোগ নিচ্ছে। কিন্তু এবার রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ করা নিয়ে বিরোধীরা যে ঐক্যের নজির দেখিয়েছেন তা অভূতপূর্ব। খাড়গে চান, এই গাঁটছড়া অটুট রাখতে এবং ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

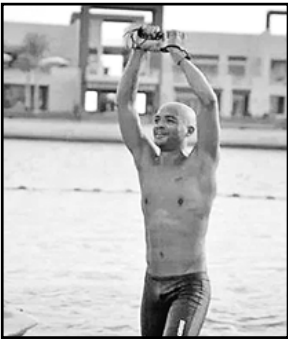
## বিশ্বভারতীর উপাচার্যর বরখাস্ত চেয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি অধ্যাপকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিশ্বভারতীর নানা অনিয়ম, একাধিক অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও পড়ুয়াকে সাসপেন্ড ও বরখাস্ত, প্রসঙ্গ তুলে ধরে রাষ্ট্রপতির কাছে ফের চিঠি লিখলেন ফ্যাকাল্টি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার চিঠিতে অধ্যাপক সংগঠন দাবি করে, নিয়মকানুন ভেঙে কাজ করছেন বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য। এছাড়াও আর্থিক দুর্নীতি, কর্মীদের বরখাস্ত পেনশন-বেতন আটকে দেওয়া-সহ বহু অভিযোগ রয়েছে উপাচার্যর বিরুদ্ধে। অধ্যাপক কর্মীরা চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। সব মিলিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন উপাচার্য। এই অবস্থার জরুরি প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ করতে চিঠিতে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানিয়েছেন ফ্যাকাল্টি

অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। উল্লেখ্য, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সংগঠনের ওই চিঠিতে, বর্তমান উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নিষ্ঠুর মনোভাবের জন্যই বিশ্বভারতীর পড়াশোনার পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। এছাড়াও অধ্যাপক-কর্মীদের চাকরি থেকে অপসারণ, পদ থেকে অবনমন, বেতন বন্ধ, বাধ্যতামূলক অবসর, অবসরে সুবিধা বন্ধ-সহ ৪০০ জন কর্মচারীর উপর দিনের পর দিন নিষ্ঠুর মনোভাবের জন্য অনেকেই পদত্যাগ করছেন অথবা মামলা দায়ের করছেন বলে অভিযোগ তাঁদের। ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতীর উপাচার্যর আমলে প্রায় ১৪০টি মামলা চলছে। আদালতে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## হাতকড়া পরে

হাতকড়া পরে আরব সাগরের ৭ মাইল সীতরে পার হলেন মিশরের সীতারু সোহাব আলম পৃষ্ঠা ৭



## মমতার এক ধমকে তড়িঘড়ি পার্কিং ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার মেয়রের

স্টাফ রিপোর্টার : কলকাতায় পার্কিং ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে ওই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের কথা বলেন তিনি। সাংবাদিক তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানান, মুখ্যমন্ত্রীকে না জানিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। পার্কিং ফি বৃদ্ধি নিয়ে ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কথা বলেন। তারপরই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে নির্দেশ দেন মমতা। কুণাল বলেন, আমাদের নেতৃত্বের নজরে এসেছে। পুরসভা এলাকায় পার্কিংয়ের খরচ অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষকে অনেকটা টাকা বাড়তি দিতে হচ্ছে। এই সরকারের উদ্দেশ্য যাতে সাধারণ মানুষের উপর চাপ না পড়ে। ২০১১ থেকে এমন কাজ করেননি তিনি যাতে চাপ তৈরি হয়। তবে এই সিদ্ধান্তে মানুষ বিস্মিত। বিষয়টা নিয়ে কথা বলেন অভিষেক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষে এটা

জন্য ৪০, ৬ ঘণ্টার জন্য ৮০, ৪ ঘণ্টার জন্য ১২০ এবং ৫ ঘণ্টার জন্য ১৬০ টাকা পার্কিং ফি।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানান, মুখ্যমন্ত্রীকে না জানিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। পার্কিং ফি বৃদ্ধি নিয়ে ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কথা বলেন। তারপরই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে নির্দেশ দেন মমতা। কুণাল বলেন, আমাদের নেতৃত্বের নজরে এসেছে। পুরসভা এলাকায় পার্কিংয়ের খরচ অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষকে অনেকটা টাকা বাড়তি দিতে হচ্ছে। এই সরকারের উদ্দেশ্য যাতে সাধারণ মানুষের উপর চাপ না পড়ে। ২০১১ থেকে এমন কাজ করেননি তিনি যাতে চাপ তৈরি হয়। তবে এই সিদ্ধান্তে মানুষ বিস্মিত। বিষয়টা নিয়ে কথা বলেন অভিষেক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষে এটা

হয়নি। যে স্তরেই হোক সরকার বা দল এটা অনুমোদন করে না। তিনি চান না কোনও চাপ পড়ুক। তিনি মেয়রকে জানিয়ে দিয়েছেন যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হোক।

কুণাল ঘোষের সাংবাদিক বৈঠকের পর এ বিষয়ে মুখ খোলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, সংবাদমাধ্যমে এভাবে বলা ঠিক হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে নির্দেশ এলে প্রত্যাহার করে নেব। তারপরই কলকাতা পুরসভার তরফে কিছুক্ষণের মধ্যে পার্কিং ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়। পুর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানায় তৃণমূল। সম্প্রতি ফিরহাদকে নানা ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে। কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, কবিতার লাইন উদ্ধৃত করেও মন্তব্য করতেও দেখা গিয়েছে। তারপরই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের নির্দেশকে অবশ্য সামান্য বিষয় বলে দেখতে নারাজ বিরোধীরা। দলের সঙ্গে তবে কি দূরত্ব তৈরি হচ্ছে ফিরহাদের, জল্পনা তুঙ্গে।

## সর্বস্তরের মানুষের সামিলের আহ্বান সম্প্রীতি রক্ষায়

# হাওড়া-ভূগলিতে ৯-১০ এপ্রিল শান্তিমিছিল বামফ্রন্টের

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ৯ ও ১০ এপ্রিল দুদিন ব্যাপী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় শান্তির মহামিছিলে ডাক দিল বামদলগুলি। এর মধ্যে রয়েছে — সিপি আই(এম), সিপিআই, এআইএফবি, আরএসপি, সিপিআই (এমএল)এল, এস এফ ডি সি আই (সি), আরসিপিআইএমএফবি, ওয়াকাস পার্টি, বলশেভিক পার্টি, শুক্রবার এক বিবৃতিতে বাম দলগুলির পক্ষে বিমান বসু জানিয়েছেন যে, গত ৩০ মার্চ বৃহস্পতিবার রামনবমীর দিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অস্ত্রসহ মিছিল সংগঠিত হয়েছে। উৎসবের এই মিছিলকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু জায়গায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও এই ধরনের সংঘর্ষ থেকে বাদ যায়নি। হাওড়ায় কাজীপাড়ায় এবং প্রশাসনিক

তপরতার অভাবে পরবর্তীতে হুগলির রিঘড়ায় সংঘর্ষ, আগুন ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মানুষের জীবন জীবিকার সমস্যা, তীব্র বেকারি, দারিদ্র, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই সংগ্রামের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে এই পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিবেশ তৈরী করা হচ্ছে। এর ফলে আদর্শে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন উভয় সম্প্রদায়ের গরীব মানুষজন, শ্রমজীবী জনগণ। বাংলার সমাজ ও ধর্মীয় জীবনের অঙ্গ এমন অনেক ধর্মীয় উৎসবের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে একথা ভুলে গেলে চলবে না। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার বিরুদ্ধে সঙ্গত কারণেই আমাদের সোচ্চার হতে হবে। বিভেদ সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখে দিয়ে জনগণের ঐক্য হিন্দু

মুসলিম শিখ ইশাই —এর ঐক্য অটুট রাখতে বামপন্থী দলগুলি ২ দিন ব্যাপী শান্তি মিছিলের আহ্বান জানাচ্ছে। এই শান্তি ও সম্প্রীতির মিছিল আগামী ৯ এপ্রিল রবিবার হুগলির কোমনগর বাগখাল থেকে বেলা ৩টায় রওনা হয়ে উত্তরপাড়ার সৌরী সিনেমা সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর পর বিকাল ৪-৬০ মিনিট নাগাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। পরের দিন ১০ এপ্রিল সোমবার দুপুর ২-৩০ মিনিটে সংক্ষিপ্ত সভার পর হাওড়ার বালিখাল থেকে পুনরায় মিছিল শুরু হয়ে জি টি রোড ধরে শিবপুর ট্রাম ডিপোয় মিছিল শেষ হবে। মিছিল শেষে শিবপুর ট্রাম ডিপো মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় এবং শ্রমিক-কৃষকসহ জনগণের ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে শান্তির এই মহামিছিলে সর্বস্তরের মানুষকে शामिल হতে আহবান জানানো হচ্ছে।



চিৎঘাটায় সড়ক দুর্ঘটনার জেরে বিধ্বংস হয়ে যাওয়া স্কুলবাস। (খবর ২পৃষ্ঠায়)

ফটো : কালান্তর

ভিতরের পাতায়

□ নাবালিকার সন্তান হলে দায়িত্ব রাষ্ট্রেরও : কোর্ট। পৃষ্ঠা : ২ □ সিবিআইয়ের নজরে এবার অক্সফ্যাম। পৃষ্ঠা : ৫ □ হামলা নিয়ে ইসরায়েলকে তোপ হামাস প্রথানের। পৃষ্ঠা : ৭



# নাবালিকার গর্ভপাতে না হাইকোর্টের সন্তান হলে দায়িত্ব রাষ্ট্রেরও : আদালত

স্টাফ রিপোর্টার : গর্ভাবস্থার ২৮ সপ্তাহে এক নাবালিকার গর্ভপাতের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে আবেদন করেছিলেন তাঁর মা। মা অভিযোগ করেন, ওই নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছিল। তাই সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। ১২ বছরের এক নাবালিকার ২৮ সপ্তাহে গর্ভপাত করানো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে। গর্ভপাতে না করে দিয়ে সন্তান প্রসবের পক্ষে রায় দিয়েছে আদালত। তবে আদালত তার রায়ে এও বলেছে, সন্তানকে নিয়ে নাবালিকা মাকে যাতে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয় তা দেখতে হবে রাষ্ট্র। গর্ভাবস্থার ২৮ সপ্তাহে এক নাবালিকার গর্ভপাতের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে আবেদন করেছিলেন তাঁর মা। মা অভিযোগ করেন, ওই নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছিল। তাই সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। মার্চে উত্তরবঙ্গের এক থানায় অভিযোগও দায়ের করেন তার মা।

বর্তমানে রাজ্যের একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারীন ওই নবালিকার শরীরিক পরীক্ষার জন্য একটি

মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের রিপোর্টে বলা হয়, নাবালিকার গর্ভে দুটি ক্রণ রয়েছে। কিন্তু আদালতের নির্দেশ না থাকায় হাসপাতাল গর্ভপাতে রাজি হয়নি। এর পর আদালতের দ্বারস্থ হন তার মা। আদালত নির্দেশ দেয়, হাসপাতালের জোনাল মেডিক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান নাবালিকার শারীরিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করবেন এবং একদিনের মধ্যে আদালতকে সেই রিপোর্ট দেবেন। গর্ভপাত করালে নাবালিকার শরীরে কোনও প্রভাব পড়বে কি না তা জানাতে বলা হয়েছিল মেডিক্যাল বোর্ডকে। বোর্ড বলে, নাবালিকা ২৮ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। যমজ ক্রণ দু’টির কোনও জন্মগত বিকৃতি নেই। ১২ বছর বয়সে গর্ভবতী হয়ে পড়া ছাড়া আর কোনও গর্ভাবস্থা সংক্রান্ত জটিলতাও নেই। এই অবস্থায় তাঁর যদি গর্ভপাত করানো হয়, তবে ব্যাপক রক্তক্ষণ ও সংক্রমণের ঝুঁকি থাকতে পারে। এমন কী গর্ভবতী মায়ের মৃত্যুও হতে পারে। সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে ঝুঁকি কম বলেই জানিয়ে ছিল মেডিক্যাল বোর্ড। তবে আদালতের অনুমতি স্বাপেক্ষে গর্ভপাতের ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে।

মেডিক্যাল বোর্ডের এই বক্তব্য শুনে সার্কিট বেঞ্চার বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু বলেন, সম্মানের সঙ্গে, মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকার সবার রয়েছে। সেই অধিকার রক্ষা করে গিয়ে যদি প্রাণ না থাকে, তাহলে? গর্ভপাত করানোর অনুমতির আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি। বিচারপতি পর্যবেক্ষণ, সংবিধান অনুযায়ী নাবালিকার সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। কিন্তু যমজ সন্তান হলে অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণের ক্ষত সারাজীবন বইতে হবে। এতে নাবালিকার মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।

শুধু ওই নাবালিকার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। বাবা বছর খানেক আগে তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। বিউটি পার্লামে কাজ করে মা ভাই ও তাকে মানুষ করেছে। এই টানাটানির সংসারে সে দুই সদ্যোজাতকে মানুষ করবে কী ভাবে।সার্কিট বেঞ্চ জানিয়েছে, এর দায় রাষ্ট্রের। জুডেনাইল জাস্টিস আইন অনুযায়ী ওই দুই শিশুর দত্তকের জন্য জেলাশাসকের কাছে আবেদন জানাতে পারে ওই নাবালিকা। সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী শিশুদের দায়িত্ব নেবে প্রশাসন।

## বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সংঘাত রাজ্য ও রাজ্যপালের

১ পৃষ্ঠার পর বিশ্ববিদ্যালয়ই স্বশাসিত। এখানে খুব অবাঞ্ছিত ঘটনা ছাড়া শিক্ষাদপ্তর খবরদারি করতে চায় না। রাজ্যপালকে বলব সম্মান রেখে এই চিঠিটা যেন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। রাজভবনের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক বিবাদের নয়। প্রতিযোগিতার নয়, সহযোগিতার। একসঙ্গে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে কাজ করব। উচ্চশিক্ষা দপ্তর কোনও দ্বৈরথে যেতে চায় না। এই চিঠির আইনি বৈধতা নিয়ে সংশয় আছে। এরকম চিঠির বিষয়ে আমি জানতাম না। আমরা জগদীপ ধনকড়, গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গিকে দেখেছি যারা সোজা কথা সোজাভাবে বলেন। ভাসা ভাসা

বিবৃতি দিয়ে লাভ নেই। একসরকম অনুভব করে আরেকসরকম বলা পাপ। যা বলতে পারেন এবং যা করতে চান তা খোলসা করে বলতে বা করতে পারেন। আমরা একসঙ্গে কাজ করতে চাই। এগুলো আখেরে কোনও কাজে দেয় না।

কাজ হল। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পঠনপাঠন ও প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে খোঁজখবর নেবেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্ত সিদ্ধান্ত রাজভবনের তরফেই নেওয়া হবে। এমনকী চাইলে সরাসরি রাজভবনের সঙ্গে ফোনও যোগাযোগ করতে পারেন উপাচার্যী। রীতি অনুযায়ী, রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যরা শিক্ষা দপ্তরে রিপোর্ট করেন। তাঁদের নিয়োগ থেকে বদলি সবটাই রাজ্যের সুপারিশ মেনে করেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের নির্দেশ মানার অর্থ, উপাচার্যদের কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ সরাসরি চলে যাবে রাজভবনের হাতে। যা রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর ভালভাবে নেবে না। রাজ্য সরকারের অভিমত এখনও জানা যায়নি। এই ইস্যুতে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষামহলের নানা অংশে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। তবে রাজ্য এবং রাজ্যপাল সংঘাত যে নয়। রূপ পেল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

জগদীপ ধনকড় রাজ্যপাল থাকাকালীন রাজভবন এবং শিক্ষা দপ্তরের দূরত্ব চরমে উঠেছিল। এমনকী ধনকড়কে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদ থেকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সেই পদে আনার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। সিভি আনন্দ বোস আসার পর রাজ্যের তরফেই তাঁর সঙ্গে সুসম্পর্কের বার্তা দেওয়া হয়। মনে করা হচ্ছিল সেই সুসম্পর্ক এবার বুঝি ইতি পড়তে চলেছে।

রাজ্যপালের নতুন পদক্ষেপে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি নতুন রাজ্যপাল পুরানো রাজ্যপালের লাইনে ফিরতে চাইছেন? তেমনটা হলে আবার রাজ্য ও রাজ্যপাল বিতর্ক মাথাচাড়া দিতে চলেছে, সন্দেহ নেই। শুধু রাজ্য নয়, শিক্ষাব্রতীরাও উচ্চশিক্ষাকে রাজ্যভবনের মুঠোয় নেওয়া মেনে নেবেন না, যা বলাই বাহুল্য।

রাজভবনে তাঁর প্রবেশের পর থেকে এ পর্যন্ত রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলার বার্তাই দিয়ে আসছিলেন সি ভি আনন্দ বোস।



নীলকুঠার পথসভার একাংশ ।

# পঞ্চায়েতে বামপন্থীদের শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে নীলকুঠায় জনসভা

সংবাদদাতা : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন ও ভারতব্যাপী পদযাত্রার প্রস্তুতিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তমলুক আঞ্চলিক পরিষদের আহ্বানে শুক্রবার সভা হলো নীলকুঠা গ্রামে। বিগত সিপিআই পার্টি কংগ্রেসে গণ আন্দোলনের আহ্বানের করে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপন্থীদের শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে

বক্তব্য বলেন সিপিআই পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক সৌতম পন্ডা। বি জে পি ও তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রাক্তন ছাত্র নেতা সৈকত গিরি, জেলার যুব নেতা গৌরাঙ্গ কুইলা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জোনাল সম্পাদক প্রনবেশ ভৌমিক,

জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য রবীন্দ্রনাথ কর। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ নেতা সৌর ভৌমিক। অন্যান্য নেতৃত্বে মধ্য উপস্থিত ছিলেন আশুতোষ মাজী, নন্দ মাল, সুধমা ঘোড়াই, কয়েক শত মানুষ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নেতৃত্বের বক্তব্যশোনেন। এলাকায় ভালো সাড়া পড়েছে।

# ডিভাইডারে ধাক্কা বাসের, আহত ৯ পড়ুয়া

স্টাফ রিপোর্টার : ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী শহর কলকাতা। চিংড়িহাটায় ভোররাত্তে কলেজ পড়ুয়া ভরতি একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল ডিভাইডারে। আহত অন্তত ৯ জন। এদের মধ্যে ৩ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। সূত্রের খবর, শুক্রবার ভোররাত্তে বেসরকারি ম্যানেজমেন্ট কলেজের বাসটি মেট্রোপলিটন থেকে চিংড়িঘাটার দিকে যাচ্ছিল। চিংড়িঘাটায় বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে বিপরীত দিকের লেনে চলে যায়। বিপরীত লেনের রাস্তার পাশে থাকা একটি দোকান গুঁড়িয়ে যায়। আরও কয়েকটি দোকানে ধাক্কা মারে বাসটি। দুমড়ে মুচড়ে যায় বাসটিও। ভলভো বাসটি সামনের অংশ একেবারে তুবড়ে গিয়েছে।

আহত পড়ুয়াদের বাস থেকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা। তারা জানিয়েছেন, ভোররাত্তে তীব্র আওয়াজে তাদের ঘুম ভেঙে যায়। বাহিরে বেরিয়ে দেখেন এই কাণ্ড। সব মিলিয়ে জখম হন ৯ পড়ুয়া। এদের মধ্যে ৩ পড়ুয়াকে পাঠানো হয় এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ারে। বাকিদের নিয়ে যাওয়া হয় এনআরএস হাসপাতালে। ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। ঠিক কেন দুর্ঘটনা ঘটল? কেন নিয়ন্ত্রণ হারাল বাস? সেসব নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, বাসের চালক পলাতক। তাঁর সন্ধান চলছে। বিধাননগর দক্ষিণ থানার তরফে জানানো হয়েছে, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আসছিল বাসটি। সেটাও দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

# এবার থেকে হাইকোর্টের শুনানির সরাসরি সম্প্রচার

স্টাফ রিপোর্টার : দু বছর আগে ভিন্ন সম্প্রদায়ের এক গৃহবধুর উপাসনা গৃহে (ফায়ার টেম্পল) ঢোকার অনুমতি সংক্রান্ত মামলা দিয়েই শুরু হয়েছিল এই অভিনব কর্মসূচি। বিয়ের পর পুজোর আচার বিধির পালনে ঠাকুর ঘরে ঢুকতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। সেই সংক্রান্ত মামলার শুনানিই হাই কোর্ট থেকে সরাসরি সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছিলেন হাই কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি সঞ্জীব বন্দোপাধ্যায়ও বিচারপতি কৌশিক চন্দ্রের ডিভিশন বেঞ্চ। উচ্চ আদালতের দুই বিচারপতির ওই সিদ্ধান্তের দু

বছর পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যুগান্তকারী পদক্ষেপ করল হাই কোর্ট প্রশাসন। এবার থেকে ঘরে বসেই সরাসরি মামলার শুনানি দেখতে পারবেন বিচারপ্রার্থীরা। শুধু মাত্র শুনানিই নয়, হাই কোর্টের এজলাসে ঘটে চলা যাবতীয় কার্যবিবরণীও দেখা যাবে। তবে শুধুমাত্র তা আদালতের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে এবং ইউটিউব চ্যানেলেই সম্প্রচারিত হবে। ইতিমধ্যেই লাইভ স্ট্রিমিং বা সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয়েছে। আপাতত হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাস ও হাই কোর্টের পাঁচ নম্বর আদালত কক্ষে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

তবে হাই কোর্ট প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালতের গ্রীষ্মের অবকাশের আগেই মোট ৫২টি আদালত কক্ষে এই লাইভ স্ট্রিমিং শুরু হয়ে যাবে। বিচারব্যবস্থায় এই পদক্ষেপকে যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলেই মনে করছে আইনজীবী মহল। এতে বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের দ্রান্ত ধারণা কেটে যাবে বলেই মত হাই কোর্টের অধিকাংশ পাশাপাশি, সরাসরি সম্প্রচার বিচারব্যবস্থার সঙ্গে বিচারপ্রার্থীদের যোগাযোগের মাত্রা বহু গুণ বাড়িয়ে দেবে বলেই মত অধিকাংশের।

# আলোচনায় তিন শর্ত যৌথ মঞ্চের

স্টাফ রিপোর্টার : আলোচনায় বসার জন্য এবার তিনটি শর্ত যৌথ মঞ্চের। হাইকোর্ট রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে, ডিএ ইস্যুতে ১৭ এপ্রিলের মধ্যে যৌথ মঞ্চের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। আলোচনায় রাজি থাকলেও তিনটি শর্ত আরোপ করেছে যৌথ মঞ্চ। তাঁদের প্রথম শর্ত ডিএ নিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা করেছে তা প্রত্যাহার করতে হবে। তাঁদের দ্বিতীয় শর্ত দশ মার্চ প্রশাসনিক ধর্মঘটে অংশ নেওয়া সরকারি কর্মীদের কাছে পাঠানো শো কজ নোটিশ

প্রত্যাহার করতে হবে। এর পাশাপাশি তাঁদের তৃতীয় শর্ত আন্দোলনকারী সরকারি কর্মীদের শান্তিমূলক বদলির নির্দেশ বাতিল করতে হবে। ১০ এবং ১১ এপ্রিল দিল্লির যন্তর মন্তরে ধরনা কর্মসূচি বহাল থাকছে বলেও জানা গিয়েছে। এমনকি এই দুই দিনের মধ্যে কোনও একদিন যদি রাজ্য আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জানায়, এবং শর্ত মেনে নেয়, তাহলেও দিল্লির ধরনা হবে বলে জানানো হয়েছে তাঁদের তরফে। বকেয়া ডিএ মোেনি এখনও উল্টে

আন্দোলনকারীদের চোর, ডাকাত’ বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী! কেন? চিঠি পাঠানো হয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দফতরে।অনশন কর্মসূচি আপাতত স্থগিত। বকেয়া ডিএ –র দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের ধরনা যদিও এখনও চলছে ধর্মতলায়। শুধু তাই নয়, হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়ে রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

## বিধাননগর পুরসভাকে ধমক কোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার : বেআইনি নির্মাণ নিয়ে বিধাননগর পুরসভাকে তীব্র ভর্সনা করল আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ পুরসভা এলাকায় বেপরোয়া ভাবে বেআইনিনি নির্মাণ হচ্ছে। অথচ পুরসভা চোখ বন্ধ করে বসে আছে। যা কোনও মতেই মানা যায় না। তাই বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করার জন্য পুরসভাকে ৩০ সময় দিয়েছে আদালত। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবগুন্মন ডিভিশন বেঞ্চ বেআইনি নির্মাণের উপর নজরদারি চালানোর জন্য একটি টিম গঠন করার নির্দেশ দিয়েছে। যে টিম নিশ্চত করবে, বিধাননগরে আরও কোনও বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে না। আগামী ১৫ মে এই মামলা পরবর্তী শুনানি। শুনানিতে উঠে আসে, বিধাননগরে ৩৯টি প্লটে ৩৩৩টি নির্মাণ হয়েছে। এর মধ্যে ২০ টি সিঙ্গেল স্টোরেড বিল্ডি।

# আবার খুন হেমতাবাদে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাতসকালে ভয়ংকর কাণ্ড। দরজা খুলতেই উঠানে মিলল এক শ্রৌঁরের গলাকাটা দেহ। কিছুটা দূরে ধানখেত থেকে উদ্ধার কাটা মুড়ু। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদের এলাকায়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। খুনের কারণ নিয়ে ঘনাচ্ছে রহস্য।

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মোস্তাক। বয়স আনুমানিক ৫৭ বছর। আদতে মালদহের কালিয়াচকের বাসিন্দা তিনি। তবে প্রায় আট বছর ধরে উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদের বাঙালবাড়ি মোড়ে ভাড়া থাকতেন তিনি। ফেরিওয়ালার কাজ করতেন। শুক্রবার সকালে হেমতাবাদের দেউচি হাইস্কুল সংলগ্ন কালিদি এলাকার বাসিন্দা এক বাড়ির সামনে থেকে উদ্ধার হয় মোস্তাকের গলাকাটা দেহ।

বাড়ির সদস্যরা দরজা খুলতেই দেখেন পড়ে রয়েছে দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। দেহ উদ্ধারের পর তল্লাশি চালানো হয় এলাকায়। তখনই কিছুটা দূরে ধানখেতে মেলে কাটা মুড়ু। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। সূত্রের খবর, মালদহে থাকাকালীন দৃষ্কৃতি কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন মোস্তাক। পরবর্তী কালে সেসব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন। থাকতে শুরু করেন হেমতাবাদে। সম্ভবত সেই কারণেই খুন। এই ঘটনায় একটি বড় প্রশ্ন, কীভাবে ভাড়া বাড়ি থেকে এত দূরে গেলেন মোস্তাক? মনে করা হচ্ছে, ফেরি করতেই বেরিয়েছিলেন মোস্তাক। সেই সময় খুন করে দৃষ্কৃতীরা। এর সঙ্গে দৃষ্কৃতী বাগের আশঙ্কা করছে তদন্তকারীরা।

# একসঙ্গে লড়াইয়ের ডাক

১ পৃষ্ঠার পর সম্ভব হলে তা আগামী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতে।

লক্ষ্য করার মত, এই ঐক্য প্রয়াসের ক্ষেত্রে গাঙ্গি পরিবার থাকছে অনেক পিছনে। বয়সের কারণে সোনিয়া গাঙ্গি তো অধিকাংশ বৈঠকে আসেনই না। আবার খাড়গে সভাপতি হওয়ার পর দলের সাংগঠনিক বিষয়ে আর হস্তক্ষেপ করতে চাইছেন না রাহুল গাঙ্গি। কংগ্রেসে পরিবারতন্ত্রের আধিপত্য সংক্রান্ত অভিযোগগুলি নস্যাৎ করে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। এখন দেখার বিষয়, আগে যারা ওই যুক্তি দিয়ে বিরোধী ঐক্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন - তারা এবার কী করেন। মনে রাখতে হবে, খাড়গে দলে সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং নিঃশঙ্ক। এমনকি দিল্লির বিজেপি নেতারাও তাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে নিজেদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার ঝুঁকি নেয় না।

# রাষ্ট্রপতিকে চিঠি অধ্যাপকদের

১ পৃষ্ঠার পর মামলাগুলিতে কঠোরভাবে সমালোচিত হচ্ছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বলেও দাবি তোলা হয়।

অন্যদিকে, বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর অপসারণ দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়ে সরব হয়েছেন ফ্যাকাল্টি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। অধ্যাপক সংগঠনের সভাপতি সুদীপ্ত ভট্টাচার্য জানান, গত ২৮ মার্চ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতনের সফরে আসেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু। তার আগের দিনই বিশ্বভারতীর পরিদর্শক তথা রাষ্ট্রপতিকে বিশ্বভারতীর নানা প্রসঙ্গ তুলে ধরে অশান্তির বাতাবরণ, অবনমন বিষয়ে ইম্লেমে চিঠি দেওয়া হয়। চিঠি দেওয়ার পরপরই সাতজন অধ্যাপককে শোকজ করেন কর্তৃপক্ষ। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর অপসারণের দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রপতিকে ফের চিঠি দিয়ে সরব হচ্ছেন সকলে। যদিও এ বিষয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারংবার যোগাযোগ করা হলেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

# হস্টেলে আদিবাসী ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : হস্টেল থেকে উদ্ধার আদিবাসী ছাত্রীর বুলন্ত দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুর্কুলিয়ার সাতুড়ি এলাকায়। খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃত্যুর কারণ নিয়ে খোঁয়াশা। জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম মধুমিতা সোরেন। একাদশ শ্রেণিতে পড়ত সে। পুর্কুলিয়ার সাতুড়ি থানার অন্তর্গত মুরাডি গার্লস হাই স্কুলে পড়ত মধুমিতা। থাকত হস্টেলে। সূত্রের খবর, একদশ শ্রেণী পরীক্ষার পর ছুটিতে বাড়িতে ছিল মধুমিতা। গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ছুটি কাটিয়ে সে ফেরে। বাবা মাঝিরাম সোরেন মধুমিতাকে হোস্টেলে রেখে যান। এদিন অন্যান্য ছাত্রী না থাকায় রাতে হস্টেলে একাই ছিল মধুমিতা। শুক্রবার সকালে ডাকাডাকি করে মধুমিতার সাড়া না মেলায় চিন্তায় পড়ে হস্টেল কর্তৃপক্ষ। এরপরই একটি জানলা থেকে দেখা যায়, গলায় ফাঁস দিয়ে বুলছে ছাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ দরজা ভেঙে মধুমিতার উদ্ধার করে। তড়িঘড়ি মধুমিতাকে মুরাডি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মধুমিতাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ সূত্রে খবর, অনুমান এটি একটি আত্মহত্যা ঘটনা। তবে কী কারণে এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখার জন্য দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে বিষয়টা খানিকটা স্পষ্ট হবে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশের তরফে কথা বলা হবে মৃত্যুর পরিবার ও পরিজনদের সঙ্গে।



কলকাতায় শুক্রবার দমকলের সদর দপ্তরের সামনে ঐ দপ্তরে নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভরত নিয়োগপত্র প্রাপকদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ ।

 ফটো : কালান্তর

# মেয়েদের দুনিয়া

## নারীবাদের নানা ভাবনা ও সাম্যের প্রশ্ন

নারীর অধিকার, শ্রমিকের অধিকার, সংখ্যালঘুর অধিকার মানুষের অধিকারেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

বাংলাদেশে জন্য নারীবাদ ইস্যুটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কারিগর নারী। শুধু পোশাকশিল্পেই নয়, কৃষি ও অকৃষি খাতে ক্রমবর্ধমান হারে নারীর কর্মে নিযুক্তি বাংলাদেশে এ উন্নয়ন এনে দিয়েছে। কিন্তু এ দেশে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে—এ কথা যাঁরা বলেন, ভুল বলেন। তাঁরা জানেন না ক্ষমতায়ন বলতে কী বোঝায় আর নারীর ক্ষমতায়নই নারীবাদের মূল কথা। নারীর ক্ষমতায়ন হয়নি—বিষয়ে আপাতত দুটি উপাদানের কথা বলি। এক) নারী–পুরুষের মধ্যে মত্বের–বৈষম্য। দুই) পরিবার, সমাজ, কর্মক্ষেত্র ও রাষ্ট্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। বস্তুত, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাই ক্ষমতায়নের মাপকাঠি। দুই ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে।

ইংল্যান্ডপ্রবাসী ভারতীয় বাঙালি নীরদ সি চৌধুরি যখন লেখেন ‘বাঙালী জীবনে রমণী’, তখন বোঝা যায় সহস্র বছর প্রাচীন পুরুষবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর দাঁড়িয়ে আছে এ শিরোনাম। কারণ, এমন শিরোনামের অর্থ দাঁড়ায় বাঙালি মানে শুধুই পুরুষ এবং এই পুরুষদের জীবনে রমণী যেন একটা উপকরণমাত্র। নারীবাদ শব্দটির সঙ্গে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ও নারীবাদী সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে দুটি নাম উল্লেখ্য করতাই হবে। এক হুমায়ুন আজাদ, দুই তাসলিমা নাসরিন। তাসলিমার লেখায়, পুরুষের ওপর নারীর কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু নারীবাদের মূল প্রতিপাদ্য মোটেই তা নয়। নারীবাদের মূল প্রতিপাদ্য হলো সর্বক্ষেত্রে নারী–পুরুষের সমতা স্থাপন। একের ওপর অন্যের কর্তৃত্ব নয়। তবে পুরুষের ওপর নারীর কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষাকে পুরুষ

কর্তৃক নারীর ওপর সহস্র বছরের নিপীড়নের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই দেখতে হবে।

নারীমুক্তি বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, কমিউনিস্ট ব্যবস্থাও নারীর মুক্তি নিশ্চিত করে না। তার মানে হলো সত্য হলো কমিউনিস্ট ব্যবস্থা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্য নিশ্চিত করে। যদি না করে, ধরে নিতে হবে মার্ক্সীয় তত্ত্ব সেখানে যথাযথ অনুসরণ করা হয়নি। সোভিয়েত ব্যবস্থা নারী–পুরুষের সমতা বিধানের কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছিল। করতে পেরেছে কিউবাও।

নারীবাদ শব্দটি বস্তুবাদী ও সেহান্নাবাদী অর্থের ব্যঞ্জনাই বেশি ধারণ করে, অর্থাৎ নারী কী পোশাক পরেন, কীভাবে কথা বলেন, কীভাবে আহার করেন, কীভাবে যৌনমিলন করেন ইত্যাদি। নারীবাদের উদ্দেশ্য হলো এককথায় রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সমতা। তিনিই নারীবাদী, যিনি বিশ্বাস করেন, নারী লিঙ্গবৈষম্যের শিকার, অর্থাৎ শুধু লিঙ্গের কারণে নারী বৈষম্যের শিকার, নারী হওয়ার কারণে তাঁর ন্যায্য পাওনা সমাজ দিতে অস্বীকার করে এবং এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সমাজের মধ্যে আমূল পরিবর্তন তথা বিপ্লব দরকার।

অতীতের নারী আন্দোলন থেকে বর্তমান সময়ের নারীদের শিক্ষা নেওয়া দরকার। শিক্ষাটা হলো হোলিস্টিক তথা সর্বাঙ্গিক আন্দোলনের শিক্ষা। যেমন জার্মানির ক্লারা জেটকিন মূলত একজন সমাজতাত্ত্বিক আন্দোলনের কর্মী ছিলেন কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তিবাদী আন্দোলনে যোগ দিলেন। যুদ্ধ সমর্থন করার জন্য জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে তুল্যমোনা করলেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে পুরুষদের নিষ্ক্রিয়তাকে একহাত নিলেন আর বললেন, পুরুষেরা যদি হত্যা করে, নারীরা শান্তির জন্য লড়বে। পুরুষেরা যদি নীরব

ড. এন এন তরুণ  
(রাশিয়ার সাইবেরিয়ান ফেডারেল ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির ভিজিটিং প্রফেসর ও সাউথ এশিয়া জার্নালের এডিটর আর্ট লার্জ)

বাংলাদেশের জন্য লেখাটি হলেও সব দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।  
—সম্পাদকমণ্ডলী কালান্তর

থাকে, নারীরা সেখানে চড়া গলায় কথা বলবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগেই, আঠারো শতকের শুরু থেকেই, ভোটাধিকার, শ্রম অধিকার, টেম্পারেল মুভমেন্ট (মিতাচার আন্দোলন), শান্তিবাদী আন্দোলনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলনে নারীর আলাদা অংশগ্রহণ চোখে পড়ে। নারীর জন্য ভোটাধিকার আন্দোলনের ব্রিটিশ নেত্রী এমেলিন পেট্রিক–লরেন্স যুক্তি দেখান, মানবজাতির ভিত্তিমূল হলো মাতৃত্ব। পুরুষের পরম্পরাবিরোধী অনেক আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, কিন্তু শ্রেণি–পেশানির্বিশেষে নারীর একটাই মাত্র প্রেষণা আর তা হলো সৃষ্টি। তাঁর প্রেষণা হলো জীবনচক্র ধরে রাখা। ব্রিটিশ শান্তিবাদী ও ভোটাধিকার আন্দোলনের নেত্রী হেলেনা স্মনউইক মনে করেন, নারীরা নয়, পুরুষেরাই যুদ্ধ বাধায়। কারণ তারা সত্য মাতৃত্ব দ্বারা তাড়িত।

অতীতের নারী আন্দোলন থেকে বর্তমান সময়ের নারীদের শিক্ষা নেওয়া দরকার। শিক্ষাটা হলো হোলিস্টিক তথা সর্বাঙ্গিক আন্দোলনের শিক্ষা। যেমন জার্মানির ক্লারা জেটকিন মূলত একজন সমাজতাত্ত্বিক আন্দোলনের কর্মী ছিলেন কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তিবাদী আন্দোলনে যোগ দিলেন। যুদ্ধ সমর্থন করার জন্য জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে তুল্যমোনা করলেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে পুরুষদের নিষ্ক্রিয়তাকে একহাত

নিলেন আর বললেন, পুরুষেরা যদি হত্যা করে, নারীরা শান্তির জন্য লড়বে। পুরুষেরা যদি নীরব থাকে, নারীরা সেখানে চড়া গলায় কথা বলবে। একই কাজ করেছেন ইলিয়নোর মার্স ও নাদেবদা ক্রুশন্যা। জীবনীকার র্যাচেল হোমজ, ইলিয়নোর মার্স সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, তিনি সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন নারীবাদ, যা শ্রমজীবী নারীর মুক্তি নিশ্চিত করে।

ক্রুশন্যা তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন কারখানার শ্রমিকদের শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে, তারপর যোগ দেন আভারগাউন্ড কমিউনিস্ট পার্টিচক্রে। গড়ে তোলেন কারখানার শ্রমিকদের সংগঠন। ১৮৯৯ সালে লিখে ফেলেন দ্য উইম্যান ওয়ার্কার শিরোনামে এক বিখ্যাত পুস্তিকা। ধারণা করা হয়, এ পুস্তিকাই রাশিয়ায় রুশ নারীর অবস্থার অনুপস্থিত বর্ণনার সর্বপ্রথম মার্ক্সীয় ও নারীবাদী লেখা। তিনি মূলত শিক্ষাবিজ্ঞানে আজীবন নিরলস কাজ করে গেছেন, সরকারের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির পতাকার নিচে।

নারীবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিতর্ক চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। নারী যদি সাম্যবাদী আন্দোলনে যুক্ত হন, তাহলে আলাদাভাবে নারী অধিকারের জন্য আন্দোলনের দরকার আছে কি? কারণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা হলে শ্রেণি–বর্ণ–লিঙ্গনির্বিশেষে সবাই ন্যায্য অধিকার পাবে। এ বিষয়ে অধ্যাপক সিরাঞ্জুল ইসলাম

চৌধুরির বক্তব্য প্রাধান্যযোগ্য। তাঁর মতে, সর্বক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার না হওয়া পর্যন্ত যুগপৎ নারীবাদী আন্দোলন চলতে পারে।

নারীমুক্তি বিষয়ে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। পুরুষের অংশগ্রহণ ছাড়া নারীবাদী আন্দোলন সফল হতে পারে না। কিন্তু হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, নারীকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে পুরুষেরা সংঘবদ্ধ, যা কখনো চোখে পড়বে না। আমি এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত। প্রশ্ন উঠতে পারে, নারীর অধিকার আন্দোলনে পুরুষ কেন অংশগ্রহণ করবে? নীতি–আদর্শের কথা যদি বাদও দিই, পুরুষের নিজের স্বার্থেই নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত। একটি দেশের মোটামুটি ৫০ শতাংশই নারী থাকেন। ক্ষমতায়নের একটি প্রধান উপাদান হলো লেবারফোর্স পার্টিসিপেশন তথা কর্মে নিযুক্তি। এ হার যত বেশি হবে, দেশের উৎপাদন তত বেশি হবে। নিজের পরিবারের স্ত্রী, কন্যা বা ভগ্নির কর্মে নিযুক্তি থেকে সরাসরি যে উপকার আসবে, তার বাইরে রাষ্ট্রের নেট গেইন, তথা নিট লাভ থেকেও পুরুষ উপকৃত হবেন। আর নীতি–আদর্শের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, যে সমাজে পুরুষের সমান মর্যাদা নারী পান না, সে সমাজ পশ্চাদপদ সমাজ। যে ব্যক্তি নারী–পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করেন না, তিনি এখনো মানবিকবাদী হতে পারেননি।

নারী–পুরুষের সম্মিলিত আন্দোলন সম্ভব রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং আন্দোলনটি হতে হবে সাম্যবাদী আন্দোলন, কারণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া, বিচ্ছিন্নভাবে শুধু নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড বা জাপানের মতো দেশ, যেখানে পুঁজিবাদী পন্থায় উন্নয়ন ঘটেছে, নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেখানে একই

পদে চাকরি করেও নারীর চেয়ে পুরুষ বেশি বেতন পায়। হলিউডে, এমনকি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে মেয়েরা পরিচালক, সহ–অভিনেতা ও শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনেছেন। জাপানে গণপরিবহণে পুরুষ কর্তৃক নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনা মহামারির আকার ধারণ করেছে।

নারীর অধিকার, শ্রমিকের অধিকার, সংখ্যালঘুর অধিকার মানুষের অধিকারেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমাজে যদি শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, শ্রমিক যদি তাঁর ন্যায্য পাওনা পান, নারীর অধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এ কথা বাংলাদেশের জন্য খুব বেশি প্রযোজ্য। কারণ পোশাকশিল্পে, গৃহকর্ম, এমনকি কৃষি ও অকৃষি খাতেও সর্বত্র নারীর উপস্থিতি।

আটলান্টিকের ওপারে একটি বর্ণবাদী সমাজে জন্ম নেওয়া আমেরিকান কবি মায়া অ্যাঞ্জেলো যেন নারী নিহেরের জলন্ত উপমা। তিনি একাধারে নারী, কৃষ্ণাঙ্গ, শ্রমজীবী, শৈশবেই ধর্ষণের শিকার এবং তারপর যৌনকর্মী, কিন্তু অবশেষে বিশ্বের সেরা সাহিত্যিকদের একজন। আমাদের সময়ের নারীদের জন্য এক অক্ষরন্ত ঘেরণার উৎস। তাঁর শৈশব–কৈশোরের স্মৃতিসংবলিত গ্রন্থ খাঁচার পাখিটি কেন গান গায়, আমি তা জানি’র নিজেই খাঁচার পাখি। আসলে অনুবাদটা হবে খাঁচার পাখিটি কেন কাঁদে। কারণ, তাঁর এই জীবনীগ্রন্থ পড়ে আমরা আজও স্তন্যে পাই তাঁর কান্নার সুর।

আমাদেরও এ রকম একজন কবি ছিলেন। নাম তাঁর কাজী নজরুল। বহুদিন হলো তাঁর মতো কেউ বলে না ঃ বিশ্বে যা–কিছু মহান সৃষ্টি চির–কল্যাণকর, অর্থেক তার করিয়াছে নারী, অর্থেক তার নর।

## বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত বিশেষ প্রতিনিধি



মহিলা পরিষদের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় সংবাদ সম্মেলন।

নতুন ধারার শক্তিশালী নারী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানের মধ্য দিয়ে ৪ এপ্রিল মঙ্গলবার বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তাদের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে। এ উপলক্ষে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় মহিলা পরিষদের সুফিয়া কামাল ভবন মিলনায়তনে অন্তর্ভুক্তিমূলক সংগঠন গড়ি, নতুন সমাজ বিনির্মাণ করি শিরোনামে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে যোগদান পাঠ করেন পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম। যোগদানপত্রে বলা হয়, বর্তমান শতাব্দীর নতুন ধারার সমাজ বিকাশে নারীদের জীবনে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ, নতুন চাহিদা এবং নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নারীদের পরিবর্তিত চাহিদা ও সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে নতুন ধারার শক্তিশালী নারী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

স্বাগত বক্তব্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মতো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ৫৩ বছর ধরে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা অত্যন্ত গৌরবের। এই দীর্ঘ সময়ে নারী আন্দোলনকে সংঘটিত করে সংগঠনের পথচলা সরলরৈখিক ছিল না।

সঞ্চালকের বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম বলেন, নারীর জীবনে যতই সংকট থাক, তা ভেঙে এগিয়ে যেতে দৃঢ় অবস্থানে থাকাই নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নারী তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা নিয়ে কীভাবে এগিয়ে যাবে, তা নারী আন্দোলনের ভাবনা হওয়া উচিত।

## নারীকণ্ঠ রোধ করতে আফগানিস্তানে মহিলা পরিচালিত রেডিও স্টেশন বন্ধ করল তালিবানরা

ভাষ্যকার



আফগানিস্তানে মহিলা পরিচালিত একমাত্র রেডিও স্টেশনে সম্প্রচারের এক মুহূর্ত।

ফটো : আলজাজিরার সৌজন্যে

আফগানিস্তানে এক এক করে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা, খেলাধুলা, কর্মসংস্থানসহ অনেক অধিকারই কেনে নেওয়া হয়েছে। তালিবান শাসনে কঠোর নজর রাখা হচ্ছে আফগান নারীদের ওপর। খবর আল–জাজিরার।

দেশটিতে সব বাধা অতিক্রম করে নারী পরিচালিত একটি রেডিও স্টেশন কোনো মতে চলছিল। এবার সেটাও বন্ধ করে দিলো তালিবান। অভিযোগ রমজান মাসে গান শোনানো হয়েছিল ওই রেডিও স্টেশনে। যদিও কর্মীদের দাবি, সবটাই যড়যন্ত্র। সাদাই বানোয়ান। দারি ভাষায় এই শব্দের অর্থ, মহিলাদের কণ্ঠস্বর। আফগানিস্তানের একমাত্র নারী পরিচালিত রেডিও স্টেশন ছিল এটি। বছর দশেক আগে তাদের পথচলা শুরু হয়। ৮ জন কর্মী কাজ করতেন। তাদের মধ্যে ৬ জনই নারী। বাদাখশান প্রদেশের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক মোয়েজুদ্দিন আহমাদি জানিয়েছেন, রমজান মাসে বহু বার সংগীত সম্প্রচার করে রেডিও স্টেশনটি আইন ভেঙেছে। ভবিষ্যতে আইন মানার প্রতিশ্রুতি দিলে তাদের ফের কাজ করতে দেওয়া হবে। যদিও রেডিও স্টেশনটির প্রধান নাজিয়া সোরোশ বলেন, আমরা কোনো গান বাজাইনি। এদিকে তিন ব্রিটিশ নাগরিক বর্তমানে আফগানিস্তানে তালিবানের হাতে আটক রয়েছে বলে একটি মানবাধিকার সংস্থা বিবিসিকে জানিয়েছে। ব্রিটেনের অলাভজনক সংস্থা প্রেসিডিয়াম নেটওয়ার্ক জানিয়েছে, তালিবানের হেফাজতে থাকা তিন ব্রিটিশ নাগরিকের মধ্যে একজন কেভিন কর্নওয়েল। প্রেসিডিয়াম নেটওয়ার্কের স্টু রিচার্ডস জানিয়েছেন, ৫৩ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি মিডেলসত্রাগের বাসিন্দা। তিনি আরও জানান, কর্নওয়েল ও অপর এক ব্যক্তিকে গত ১১ জানুয়ারিতে আটক করে তালিবান। এছাড়া আরও এক ব্রিটিশ নাগরিককেও আটক করা হয়েছে।



## কালান্তর

## সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৭৯ সংখ্যা □ ২৪ চৈত্র ১৪২৯ □ শনিবার

## দুর্জনের কত না ছিল

দেশের শীর্ষ আদালত সম্প্রতি এক রায়ে জানিয়েছেন, কোনও বিষয়ে সরকারের বিরোধিতা বা সমালোচনার অর্থ দেশের বিরোধিতা নয়। সরকারের নীতির সমালোচনা করলেই কাউকে প্রতিষ্ঠান বিরোধী বা সরকার বিরোধী বলা চলে না। গণতন্ত্রের স্বার্থেই এই সমালোচনা অপরিহার্য। মানুষের অধিকার তথা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এর ফলে দৃঢ় ও সমৃদ্ধ হয়। প্রসঙ্গত, জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে এই অজুহাতে কেরলের একটি টিভি চ্যানেলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁদের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণে অসম্মতি জানিয়ে বলা হয়েছিল, মালয়ালম টিভি মিডিয়া ওয়ানে সম্প্রচারিত সংবাদ জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকারক। দেশের শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের মনগড়া এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত পোষণ তো করেনইনি, উল্টে বলেছেন, বাকস্বাধীনতা বিশেষ করে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক।

লক্ষণীয়, সংবাদমাধ্যমের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার অজুহাতটি খাড়া করেছেন। মোক্ষম অজুহাত, সন্দেহ নেই। তাঁরা জানেন, যে সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করছেন, তা সংবিধানের নীতি ও নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধী। হাজার প্রশ্ন ছুটে আসবে, যার জবাব তাঁদের কাছে নেই। এজন্য এমন একটা আডাল প্রয়োজন, যার সাথে দেশের সুরক্ষা-চিন্তায় মানুষের আবেগ যুক্ত হয়ে তাঁদের অবৈধ কাজের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে। এরকম আর একটি ঢাল বিজেপি দল ও তাঁদের নেতৃত্বাধীন সরকার সুকৌশলে ব্যবহার করে থাকে- তাহলো ধর্ম। উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট, তাঁদের কাজের সমালোচনার তীর বিদ্ধ হবে ধর্ম অথবা দেশের ঢালে। এর ফলে তীর নিক্ষেপকারীকে খুব সহজেই দেশদ্রোহী বা ধর্মদ্রোহী বলে দাগিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। তাঁদের এই কূটকৌশল মোহাক্ষ মানুষের চোখে ধরা না পড়লেও সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। ইতিপূর্বে ঘৃণা ভাষনের প্রসঙ্গে সুপ্রীমকোর্টের নির্দেশ, রাজনীতিকরা ধর্মকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। এবার সরকারের কাজের বিরোধিতাকে দেশের বিরোধিতা বলে চালাবার অপকৌশলের পথে তাঁরা অন্ধস্থ লাগিয়ে দিলেন। দেশের সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তা যত দ্রুত পৌঁছোয় ততই মঙ্গল।

মালয়ালম টিভির যে প্রচার কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভ্রান্তনায় ফেলেছিল, তা ছিল দেশ জুড়ে নাগরিকত্ব আইন ২০১৯ এবং এনআরসি বিরোধী বিক্ষোভ, আর তাকে কেন্দ্র করে দিল্লির দাঙ্গার খবর। সিএএ যে কেন্দ্রের কাছে খুবই স্পর্শকাতর বিষয় তা বোঝা যায় আইপিএল ক্রিকেট মাঠে নো সিএএ মূলক কোনও ব্যানার নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা। অথচ খুব সন্তর্পণে সিএএ-র কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিজেপি শাসিত কর্ণাটকের রায়চুর জেলার সিদ্ধানুরে চারটি ক্যাম্পে পুনর্বাসন প্রাপ্ত বাঙালি পরিবারের হাজার তিনেক তরুণ-তরুণীর নাম ভোটার তালিকায় স্থান পায়নি এই অজুহাতে যে, তাদের মা ও বাবার সিটিজেনশিপ কার্ড নেই। এখানেই শেষ নয়, যে সব বাঙালির পদবি সরকার তাঁদের জমি সরকারি জমি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। এর ফলে সাতশোর বেশি কৃষক জমির ফসলের নির্ধারিত দাম ও অন্য সরকারী সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সরকারের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কেউ সরব হোক ফ্যাসিবাদী সরকার তা চায় না। তাই কখনও ধর্ম কখনও দেশকে ঢাল করে দেশের মানুষের বিরুদ্ধেই তারা যুদ্ধ জারি রাখে।

## মোদির ভারতে তৈরি হচ্ছে ‘অন্য ইতিহাস’

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়



নতুন বইয়ে মহাত্মা গান্ধির হত্যাকারীর পরিচয় থেকে কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে।

ফটো : রয়টার্স

শুধু মোগল নয়, শুধু উত্তর প্রদেশেও নয়, সারা দেশেই ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ইতিহাস বই থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে ‘ঔপনিবেশিক’ ভাবনায় রচিত ‘ভুল’ ইতিহাস, যা দশকের পর দশক ধরে ভারতীয় ঐতিহ্য ও গরিমার পরিবর্তে ‘ইংরেজিয়ানার জয়গান’ গোয়েছে। সংঘ পরিবার, বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদির সরকারের দৃষ্টিতে এই নবপ্রচেষ্টা নতুন, সঠিক, ‘ভারতীয় ও হিন্দু ইতিহাস’।

সেই ইতিহাস থেকে কেবল মোগলদের কীর্তি-কলাপই বাদ দেওয়া হয়নি, বাদ পড়েছে গান্ধি-হত্যার এয়াবৎ স্বীকৃত ব্যাখ্যা এবং হিন্দুত্ববাদের প্রসারে যা কিছু বাধা বলে শাসককূল মনে করে। মহাত্মা গান্ধির হত্যাকারী ‘নাথুরাম গডসে যে পুনের ব্রাহ্মণ’, বাদ দেওয়া হয়েছে সেই পরিচয়ও। তাঁর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (আরএসএস) মতো ‘হিন্দুত্ববাদী সংগঠনদের নিষিদ্ধ’ করার প্রসঙ্গও ইতিহাসের পাঠ্যবইয়ে এখন খুঁজে পাবে না শিক্ষার্থীরা। পাবে না ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গা-সম্পর্কিত বহু তথ্যও। এমনকি গুজরাটের তত্কালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে রাজধর্ম পালন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর পরামর্শও নতুন ইতিহাসে স্থান পায়নি। চলতি শিক্ষাবছর (২০২৩-২৪) থেকে দেশজুড়ে

মুছে দেওয়া হয়েছে নাথুরাম গডসের পুনের এক ‘ব্রাহ্মণ’ পরিচয়। পাশাপাশি মুছে দেওয়া হয়েছে এক পত্রিকা সম্পাদকের পরিচয়, দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসে যাঁকে চিত্রিত করা হয়েছিল উগ্রবাদী হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক, যিনি গান্ধিজিকে মুসলিম তোষণকারী বলে নিন্দা করেছিলেন। ভারতের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) এ পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কোভিডকালে শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে চাপ কমানোর সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ পরিবর্তনকে এনসিইআরটি

মুছে দেওয়া হয়েছে নাথুরাম গডসের পুনের এক ‘ব্রাহ্মণ’ পরিচয়। পাশাপাশি মুছে দেওয়া হয়েছে এক পত্রিকা সম্পাদকের পরিচয়, দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসে যাঁকে চিত্রিত করা হয়েছিল উগ্রবাদী হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক, যিনি গান্ধিজিকে মুসলিম তোষণকারী বলে নিন্দা করেছিলেন। ভারতের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) এ পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কোভিডকালে শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে চাপ কমানোর সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ পরিবর্তনকে এনসিইআরটি

মুছে দেওয়া হয়েছে নাথুরাম গডসের পুনের এক ‘ব্রাহ্মণ’ পরিচয়। পাশাপাশি মুছে দেওয়া হয়েছে এক পত্রিকা সম্পাদকের পরিচয়, দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসে যাঁকে চিত্রিত করা হয়েছিল উগ্রবাদী হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক, যিনি গান্ধিজিকে মুসলিম তোষণকারী বলে নিন্দা করেছিলেন। ভারতের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) এ পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কোভিডকালে শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে চাপ কমানোর সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ পরিবর্তনকে এনসিইআরটি

ইংরেজি দৈনিক দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, এ বছর নতুন কিছুই করা হয়নি। গত বছর যা কিছু করা হয়েছে, চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে তা রূপায়িত হবে। সাকলানিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, গান্ধিজির হত্যা ও সে-সম্পর্কিত বহু তথ্য যে বাদ দেওয়া হলো, গত বছর সংস্থা থেকে প্রকাশিত বইয়ে এসব ছিল না। এ বছরের নতুন পাঠ্যপুস্তক থেকে তা সরাসরি বাদ দেওয়া হয়েছে। জবাবে তিনি বলেন, হতে পারে কিছু তথ্য তখন দৃষ্টিগোচর হয়নি। সব বদলই গত বছর করা হয়েছে।

সেই বদলের তালিকায় শুধু ইতিহাসের বই-ই নয়, বদল ঘটানো হয়েছে নাগরিক বিজ্ঞান বা সিভিকস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও হিন্দি পাঠ্যক্রমেও। হিন্দি সাহিত্য থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু কবিতা ও অনুচ্ছেদ, যা নতুন ভারতের উপযুক্ত নয়। নাগরিক বিজ্ঞান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বিশ্ব রাজনীতিতে ‘আমেরিকার আধিপত্য’ ও ‘ঠান্ডা যুদ্ধ’-এর মতো বিষয়। বদলে দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতার পর ‘ভারতীয় রাজনীতি’ অধ্যায়। পাল্টানো হয়েছে জনপ্রিয় আন্দোলনের উত্থান ও এক পক্ষের আধিপত্যের যুগ নামের দুটি অধ্যায়ও।

দশম ও একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে বদলে দেওয়া হয়েছে গণতন্ত্র এবং বৈচিত্র্য, জনপ্রিয় সংগ্রাম ও আন্দোলন, গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতি অধ্যায়ে। এনসিইআরটির বই দেশের যেসব স্কুলে পড়ানো হয়, সেণ্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই) ও উত্তর প্রদেশসহ বিভিন্ন রাজ্য সরকার পরিচালিত বোর্ড যারা এনসিইআরটির পাঠ্যপুস্তকে স্বীকৃতি দেয়, সর্বত্রই এসব নতুন তথ্য পড়ানো হবে, যাতে ছাত্রাবস্থাতেই পড়ুয়ারা দেশের প্রকৃত সত্য সম্পর্কে জানতে

পারে ও ঔপনিবেশিক মানসিকতার বন্ধনমুক্ত হয়।

মোদি সরকারের সেই চেষ্টাতেই কোপ পড়েছে গান্ধি-হত্যা-সম্পর্কিত ইতিহাসে। মুছে দেওয়া হয়েছে গুজরাট দাঙ্গার যাবতীয় ভুল তথ্য। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস গতকাল বুধবার এক প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে, কীভাবে বিভিন্ন পাঠ্যক্রম থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ও গান্ধি-হত্যা-সম্পর্কিত অংশগুলো। যেমন পাকিস্তান

জরুরি অবস্থার ইতিহাসেও কোপ পড়েছে। কোন পরিস্থিতিতে কী কী কারণে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নতুন বইয়ে নেই। সবচেয়ে বেশি বাদ দেওয়া হয়েছে ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গা-সম্পর্কিত নানা তথ্য। আগের বইয়ে কীভাবে দাঙ্গা বাধে, তার বর্ণনা ছিল দুই পৃষ্ঠাজুড়ে। ঘটনাপঞ্জির বিস্তারিত বিবরণ ছিল তাতে। গুজরাট দাঙ্গার উল্লেখ করে যেখানে লেখা হয়েছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থে ধর্ম ব্যবহারের বিপদ এবং তা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে কী বিঘ্নফলের জন্ম দিচ্ছে। পাশাপাশি বাদ দেওয়া হয়েছে মোদিকে পাশে বসিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বলা বাজপেয়ীর সেই রাজধর্ম পালনের উপদেশ।

পাঠ্যবই থেকে এসব লাইন পুরো ফেলে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই মুছে দেওয়া হয়েছে নাথুরাম গডসের পুনের এক ব্রাহ্মণ পরিচয়। পাশাপাশি মুছে দেওয়া হয়েছে এক পত্রিকা সম্পাদকের পরিচয়, দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসে যাঁকে চিত্রিত করা হয়েছিল উগ্রবাদী হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক, যিনি গান্ধিজিকে মুসলিম তোষণকারী বলে নিন্দা করেছিলেন।

বড় কোপ পড়েছে মোগল ও মুসলমানদের শাসন যুগের ওপর। মামলুক, তুঘলক, খিলজি, লোদিদের মতো সুলতান যুগ ও মোগল শাসনের বহু তথ্য বাদ

পড়েছে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে। বাবর, হুমায়ুন, শাহজাহান, আকবর, জাহাঙ্গীর বা আওরঙ্গজেবের আমলে যা কিছু উন্নতি, সব ছেঁটে দেওয়া হয়েছে মোগল সাম্রাজ্যের পাঠ্য থেকে। দ্বাদশ শ্রেণিতে আর পড়ানো হবে না আকবরনামা ও বাদশাহনামা। নতুন ভারতের নতুন ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সুলতান আহমদ গজনির ভারত আক্রমণ ও গুজরাটের সোমনাথ মন্দির ভেঙে দেওয়ার অংশ। গজনির নাম থেকে সুলতান যেমন বাদ দেওয়া হয়েছে, তেমনিই তিনি বছর বছর ভারত আক্রমণ করতেন বাদ দিয়ে লেখা হয়েছে ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ১৭ বার এই উপমহাদেশ আক্রমণ করেছিলেন।

জরুরি অবস্থার ইতিহাসেও কোপ পড়েছে। কোন পরিস্থিতিতে কী কী কারণে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নতুন বইয়ে নেই। সবচেয়ে বেশি বাদ দেওয়া হয়েছে ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গা-সম্পর্কিত নানা তথ্য। আগের বইয়ে কীভাবে দাঙ্গা বাধে, তার বর্ণনা ছিল দুই পৃষ্ঠাজুড়ে। ঘটনাপঞ্জির বিস্তারিত বিবরণ ছিল তাতে। গুজরাট দাঙ্গার উল্লেখ করে যেখানে লেখা হয়েছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থে ধর্ম ব্যবহারের বিপদ এবং তা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে কী বিঘ্নফলের জন্ম দিচ্ছে। পাশাপাশি বাদ দেওয়া হয়েছে মোদিকে পাশে বসিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বলা বাজপেয়ীর সেই রাজধর্ম পালনের উপদেশ।

পাঠ্যবই থেকে এসব লাইন পুরো ফেলে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই মুছে দেওয়া হয়েছে নাথুরাম গডসের পুনের এক ব্রাহ্মণ পরিচয়। পাশাপাশি মুছে দেওয়া হয়েছে এক পত্রিকা সম্পাদকের পরিচয়, দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসে যাঁকে চিত্রিত করা হয়েছিল উগ্রবাদী হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক, যিনি গান্ধিজিকে মুসলিম তোষণকারী বলে নিন্দা করেছিলেন।

বড় কোপ পড়েছে মোগল ও মুসলমানদের শাসন যুগের ওপর। মামলুক, তুঘলক, খিলজি, লোদিদের মতো সুলতান যুগ ও মোগল শাসনের বহু তথ্য বাদ

## হিং টিং ছট

## তখন ‘নবমী’ ছড়ায়নি

কমল মুৎসুদ্দি

সেদিন ছিল কি গোখুলি লগন, মনে কি পড়ে মিত্রোও ও সেই সময়ের ৫ এপ্রিল।

না সেইদিন গোখুলি লগনে নয় সেইদিন ঘড়িতে ঠিক রাত্রি ন’টা।

রাত্রি ন’টা, সারা শহর নিস্তব্ধ শয়ে শয়ে মোমবাতি জ্বালাইয়া ‘নয়টি’ মিনিট ধরিয়া শত সহস্র অক্ষৌহিণী বানর পরবতী নির্দেশের অপেক্ষায়

হে রঘুবীর রক্ষা করিও, ত্রাহি মধুসূদন ঘড়ির কাঁটার ন’টা বাজিয়া নয় মিনিট...

দুঃশঙ্কিত, ভাইরাস চিনে ফিরিয়া যায় নাই, আপাতত ভায়া নিজামুদ্দিন হহয়া অযোধ্যা ছাড়াইয়া কিঙ্কিয়ার পথে।

সমগ্র বিশ্বের বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, দেশনেতা যে সময়ে অতিমারির প্রতিষেধকের সন্ধানে রত ঠিক সে সময়ই আমার রাষ্ট্রের সচেতন অনুপ্রেরণায় দেশ জুড়িয়া নয় মিনিটের নাটক কুশীলব দেশব্যাপী দেশবাসী, পরিচালক? পরিচয় দিলেও কি, না দিলেও কি, তবে সূত্র দিই বলিয়া। কথিত আছে কৈশোরের দিনগুলিতে ইনি ইস্টিশানে চায়ে, চায়ে চা, গরম চা বলিয়া অর্থ সঞ্চয়ে অতিবাহিত করিয়াছেন। ভবিষ্যতে খোঁয়াড়ের টোকিদার সাজিয়া অন্যের সঙ্কতকে ‘নোট বন্দি নামক’ প্রক্রিয়া দ্বারা হস্তান্তর ঘটাইয়াছেন।

কালক্ষেপণ করিয়া কাজ নাই, কি কি ঘটয়াছিল সেই সময়ে। যদিও সেই আদিকালের তিন বয়োবৃদ্ধ বানর যাহাদিগের মুখমণ্ডল চাপা, চক্ষু চাপা এবং কর্ণ চাপা, আপন আপন হস্ত দ্বারা যাহারা বলিয়া থাকেন খারাপ বাক্য বলিতে নাই, নষ্ট দৃশ্য দেখিতে নাই এবং কুবাক্য শুনিতে নাই (পাঠক একটু চিন্তা করিলেই দেখিবেন আধুনিক সমাজের সুশীলগণের সহিত প্রভূত মিল এই তিন বানরের)। যাহারা সেই রাতে উপভোগ করিল, সমগ্র বিশ্ব মাঝে মৃত্যুর হাহাকার, অথচ নয় নয়টি মিনিট ধরিয়া আমার দেশমাতৃকার কোলে সোৎসাহে চিৎকার, উৎসাহিত কিঙ্কিরাব্যাসী কিচিরমিচির ভুলিয়া হেথায় হোথায় পাগলের প্রায় ক্যানেষ্টার পিটাইতে লাগিলো, অকালে হোলিকা দহনও হইলো। বুঝিলাম আরো পিছনে হাঁটিতেছি আমরা। সারা বিশ্বে যখন মৃত্যু মিছিল ঠিক তখনই নয় মিনিট ধরিয়া চীৎকারগুলি যখন কানে আসিতেছিল তখন নিজেকে সভ্য বলিয়া ভাবিতে পারিতেছিলাম না।

অথচ শত সহস্র সুভদ্র সৌখিন চতুর্দিক হইতে সোৎসাহে চিৎকার করিয়া বলিতেছিল আমরা সভা, আমরা সভা, সংস্কৃতিবান ধার্মিক, তবে আমরা বিজ্ঞানে বিশ্বাসী নহে, আমাদের বিশ্বাস সতীদাহে। পাঠক ঠিক এমনটিই ঘটিত সেসময়ে। ঢাক ঢোল কঁসি বাজাইয়া সদ্য বিধবাকে সহমরণে যাইতে হইতো। কোথা হইতে জুটিয়াছিল সে সময়ে একব্রাহ্মণের কুলে কুলান্ধার রামমোহন, আপনার চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রদ করিতে বাধ্য করিয়াছিল তৎকালীন ইংরাজ সরকারকে। কিন্তু হয়রে আধুনিক সভ্যতা আজিকেও সেভাবেই শিক্ষা সংস্কৃতিকে সহমরণে যাইতে বাধ্য করা হইতেছে। শিক্ষাঙ্গনের ভিতর রামমোহন, বিদ্যাসাগর নহে, তাহা অপেক্ষা আজিকার সমাজের আদর্শ নাথুরাম, হেডগেওয়ার প্রমুখরা।

অতিমারির সেই দিনে জাপ্রত যৌবনের খোঁজে লেখক কমলের খোঁজ করিয়াছিলেন। অবশেষে অবস্থা দেখিয়া লিখিলেন প্রদীপ জ্বালাইয়া, আতস বাজি পুড়াইয়া কমল জাগিলো বটে, কিন্তু মানবতার ডাকে সাড়া দিল না।

মানবতার ডাকে সাড়া দিতে হইলে রক্ত মাংসের ঠাকুরের ‘চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির’ রামমোহন, বিদ্যাসাগর হইতে হয়। ভাগীরথীর উৎস সন্ধান্নের আচার্য জগদীশচন্দ্র হইতে হয়, আর ইতিহাস ভুলিয়া পৌরাণিকে মত্ত হইলে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের জনক শের শাহ্ সুরীকে ভুলিয়া সোৎসাহে তাহার নাম পাল্টাইয়া নরেন্দ্র গোওয়ালকর রাখিলে অসুবিধা বিশেষ নাই। তাহাতে জাত্যাভিমান বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান সময়ে ‘এমসিএ’ করিলেই যেমন শুধুই সুশীল সুশিক্ষিত হয় না স্বভাবগুণে হাকারও হইয়া উঠে, তেমনি পকেট ফাঁকা করিবার পাকারা কেবলমাত্র পাকিস্তানি নহে, কেশব কেশব গোপাল গোপাল হরি হরি হর হর করিতে করিতে হিন্দুস্তানেও বিদ্যমান রয়। তাই কখনো ধর্মের নামে, কখনো ধর্মার নামে, কখনো পিরান গায়ে কখনো হিজাব মাথায় সমান তালে পিষিতেছে আমরা। আসলে আমি যে শিরদাঁড়া বাঁকা মুখে বুলি চোখা ভীষণ গণতান্ত্রিক! আর তাই শিরদাঁড়া সোজা প্রণম্য লেখকের কলম পুনরায় প্রশ্ন ছুঁড়িয়া দেয় তখন ‘নবমী’ ছড়ায়নি হাওড়া থেকে রিষড়া, ‘ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে’ এ সংক্রমণ বন্ধ হবে কবে?

সত্যি বিন্দন্ধ লেখকের প্রশ্ন আমার মগজেও কামড়াইতে থাকে যে এ সংক্রমণ তো মিলাইবার নয়। ধর্মীয় বাতাবরণ তৈরির মাধ্যমে ইতিহাস ভুলাইয়া জাতির ধ্বংসের কারণ ভিন্ন এ আর কিছুই নহে ‘অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সম্ভরণ।’ ওহে আদি সমাজ সংস্কারক চেতনার চেতন্য কোথা গেলে তোমায় পাই।

## জনমত

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)

## চৈতন্য-লালন-রবীন্দ্র-নজরুল-সুভাষের এই বাংলায় দাঙ্গাবাজের কোনো ঠাঁই নেই

রাজ্যের মেহনতী মানুষ নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতায় সাম্প্রদায়িক বিভাজন ভাঙতে সচেষ্ট হয়েছেন। শ্রমজীবী মানুষের এই ঐক্যকে ভাঙার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘ পরিবারের নির্দেশে আরএসএসের নরম ও চরম মুখ মমতা এবং মোদি নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার খেলায় মেতেছে। রামনবমীকে কেন্দ্র করে শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পনা করে দাঙ্গা বাধায় এবং সেই কাজে পুলিশ প্রশাসনকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে। রমজান মাসে সারাদিন রোজা রেখে ক্লান্ত মুসলিম জনগণ যখন উপবাস ভাঙছেন, তখন সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রাণঘাতী অস্ত্র হাতে জয় শ্রীরাম রণছংকার দেওয়া হয়

মসজিদ তথা আবাসিক এলাকার সামনে। তাগুব চলাকালীন অন্তত আধ ঘণ্টা পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে দাঙ্গাকারীদের মদত দেয়। এই স্বৈরাচারী শাসকের অপশাসনের বিরুদ্ধে এলাকার সাধারণ মানুষ একত্রিত হচ্ছেন হাওড়া নাগরিকমঞ্চের পতাকার তলায়। আজ নাগরিক মঞ্চের আহ্বানে মোমবাতি হাতে একটি শান্তি মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু দাঙ্গার সময় যে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছিল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের জন্য ডাকা মিছিলকে আটকাতে সেই পুলিশই সক্রিয় হয়ে উঠলো। যাঁরা আজও মনে করছেন বিজেপিকে আটকাতে মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যূনতম আন্তরিকতা আছে, আজকের ঘটনা তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলো যে কালীঘাটের সন্ত্রাস্ত্রী হলেন এই রাজ্যে আরএসএসের প্রধান ভরসা। এই নোংরা রাজনীতিকে পরাস্ত করার একটাই উপায় : নাগরিক সমাজের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সমস্ত গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল, খেটে খাওয়া মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে ময়দানে নামাতে হবে। হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান প্রকল্পের দালালদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে চৈতন্য-লালন-রবীন্দ্র-নজরুল-সুভাষের এই বাংলায় দাঙ্গাবাজের কোনো ঠাঁই নেই।

আত্মায়কবৃন্দ, হাওড়া নাগরিক মঞ্চ

## মোদি জমানায় ভারতের আর্থিক বৈষম্য নিয়ে রিপোর্ট

# সিবিআইয়ের নজরে সেই অক্সফ্যাম

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : সিবিআইয়ের নজরে বিদেশি অলাভজনক সংস্থা অক্সফ্যামের ভারতীয় শাখা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক সূত্রের দাবি, অক্সফ্যামের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিদেশি অর্থ অন্য বহু সংস্থার সঙ্গে লেনদেন করার। ২০২০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে এই ধরনের লেনদেন নিষিদ্ধ। কিন্তু তা লাগু হওয়ার পরও এই ধরনের লেনদেন চালিয়ে গিয়েছে অক্সফ্যাম ইন্ডিয়া, অভিযোগ এমনই। আর তাই কেণ্ডে দ্রর নির্দেশ সিবিআই যেন বিষয়টি তদন্ত করে দেখে। সূত্রের দাবি, গত বছরই নাকি আয়কর দপ্তর এই ধরনের লেনদেন সংক্রান্ত ইমেলের সন্ধান পেয়েছিল। আর সেই মেলগুলি থেকে জানা গিয়েছে, অক্সফ্যাম ইন্ডিয়া অন্য



অক্সফ্যাম এর লোগো।

ফটো :সংগৃহীত

এফসিআরএ সংগঠনগুলিকে অর্থ পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। উল্লেখ্য, এর মধ্যে রয়েছে এমন এক সংস্থা, যাদের এফসিআরএ লাইসেন্স গত বছরই বাতিল করে দিয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এই লাইসেন্স বাতিলের উদ্দেশ্য, সেই সংস্থা কোনও বিদেশি অনুদান গ্রহণ করতে পারবে না। সেই সময়

কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্তের কড়া নিষ্পা করতে দেখা গিয়েছিল বিরোধীদের। সেই সঙ্গে সূত্রের আরও দাবি, আয়কর দপ্তরের সার্ভে থেকে দেখা গিয়েছে, অক্সফ্যাম ইন্ডিয়ায় স্বাধীন ভাবে অনুদান দিয়েছে বহু বিদেশি সংস্থাি। প্রসঙ্গত, অক্সফ্যামের এফসিআরএ লাইসেন্সও বাতিল

## অনুদান নয়, বিনিয়োগ করুন

# কোম্পানি গড়েছেন সমাজকর্মী

# লাভের অঙ্কে অবাক সকলে

ভুবনেশ্বর, ৭ এপ্রিল : গরিব মানুষের জন্য টাকাপয়সা দান অনেকেই করে থাকেন। অনেকেই আবার বিভিন্ন জায়গায় মন্দিরে, রাস্তাঘাটে ভিখারীদের টাকাপয়সা দেন। কিন্তু তাতে কোনও ভিক্ষুকের জীবন কি বদলেছে? উত্তরটা সাধারণভাবে না। সেই জন্যই ওড়িশার সমাজকর্মী চন্দ্র মিশ্র এখন চাইছেন, মানুষ ভিক্ষা না দিয়ে, বরং ভিক্ষুকদের জন্য বিনিয়োগ করুক! আর এতেই জীবন বদলাবে তাঁদের।এমনই একটি অনন্য ধারণা নিয়ে ‘ভিক্ষুক কর্পোরেশন’ নামের কোম্পানি খুলেছেন চন্দ্র মিশ্র। তাঁর স্লোগান হলো ডোন্ট ডোনেট, ইনভেস্ট। তাঁর দাবি, এই প্রক্রিয়ায় তিনি ঘুরে দাঁড় করিয়েছেন ১৪টি ভিক্ষুক পরিবারের জীবনকে। শুধু তাই নয়, চন্দ্র মিশ্র জানিয়েছেন, তিনি ছ’মাসের মধ্যে বিনিয়োগের উপর ১৬.৫ শতাংশ রিটার্ন–সহ অর্থ ফেরত দিয়েছেন বিনিয়োগকারীদের। তিনি বলছেন, আমরা বিনিয়োগ চাই, অনুদান নয়। চন্দ্র মিশ্র এ বিষয়ে জানিয়েছেন, যে তিনি যখন গুজরাতে ছিলেন, তখনই প্রথম দেখেছিলেন, ভিক্ষুকদের জীবনযাপনও কত উন্নত হতে পারে। মূলত একটি মন্দিরের সামনে লোকজন বসে ভিক্ষা করত, তাই দেখেই এই ধারণা পান তিনি এবং তখনই ঠিক করেন, তিনি এই সব ভিখারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান করার চেষ্টা করবেন। এমনই কর্মসংস্থান নীতি নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করার পরে, বারাণসীতে পৌঁছেছিলেন চন্দ্র মিশ্র। সেটা ২০২০ সাল। বারাণসীর একটি স্থানীয় এনজিও জনমিত্র ন্যাস–এর সঙ্গে যোগাযোগ করে চন্দ্র মিশ্র তাঁদের বলেছিলেন, তাঁর আইডিয়ার কথা। ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের জন্য কাজ করা নিয়ে উসাহ প্রকাশ করেছিলেন।ওই এনজিও এবং চন্দ্র মিশ্র একসঙ্গে কাজ শুরু করে।

বারাণসীর ঘাটগুলির সমীক্ষার পরে তিনি দেখেন ভিক্ষুকের অভাব নেই বারাণসীতে। তাই তিনি উদ্যোগ নেন সেখানেই ভিক্ষুকদের সচেতন করবেন, কাজ শেখাবেন, উন্নত জীবনের হৃদিশ



একটি অনন্য ধারণা নিয়ে ‘ভিক্ষুক কর্পোরেশন’ নামের কোম্পানি খুলেছেন চন্দ্র মিশ্র। ফটো :সংগৃহীত

দেবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সব কথা জানার পরেও একজন ভিখারীও রাজি হননি চন্দ্র মিশ্রের প্রস্তাবে। কেউই কাজ করতে চাননি তাঁর সঙ্গে। কিন্তু পরের বছর, ২০২১ সালে এই ছবিটা বদলে যায়। তখন দ্বিতীয়বার লকডাউন দেশে। ভরা লকডাউনে ভিক্ষুকদের পেটে টান পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই। পর্যটক নেই, লোকজন নেই, ধর্মস্থানগুলি বন্ধ, কে ভিক্ষা দেবে! সেই সময়েই বহু ভিক্ষুক নিজে থেকেই এগিয়ে আসেন চন্দ্র মিশ্রর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে, এবং সেই সময়ই অগস্ট মাসে প্রতিষ্ঠা হয় বেগার্স কর্পোরেশনের। চন্দ্র মিশ্র জানিয়েছেন, একজন মহিলা সন্তানকে নিয়ে বারাণসীর ঘাটে ভিক্ষা করতেন। তিনিই মিশ্রের কাজে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর স্বামী তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল, তাই মহিলার যাওয়ার জায়গা ছিল না। ভিক্ষা করেই দিন কাটত। চন্দ্র মিশ্র তাঁকে ব্যাগ তৈরির প্রশিক্ষণ দেন এবং তার পরে চাকরিও পান ওই মহিলা। যদিও গোটা বিষয়টি রাতারাতি হয়নি। অনেকদিন ধরে প্রশিক্ষণ নেন ওই মহিলা, তার পরে ব্যাগ বানাতে শুরু করেন। তাঁর বানানো সেই ব্যাগগুলি একটি বিশেষ সম্মেলনে পাঠান চন্দ্র মিশ্র। সেখানে অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া পান তিনি। জীবন বদলে যায় ওই মহিলার। চাকরিও পেয়ে যান তিনি। এর পর থেকেই ধীরে ধীরে আরও অনেক ভিক্ষুক চন্দ্র মিশ্রর বেগারস কর্পোরেশনে যোগ দেন এবং মিশ্রর এই উদ্যোগও ধীরে ধীরে খ্যাতি পায়। এই কাজে চন্দ্র মিশ্রর সঙ্গে প্রথম

থেকেই ছিলেন তাঁর পরিবার। ২০২২ সালে সেই পরিবারের তরফেই তিন জনে মিলে বেগার্স কর্পোরেশন’কে সংস্থা হিসেবে নথিভুক্ত করেন চন্দ্র মিশ্র। তবে এটি কোনও এনজিও নয়, এটি রীতিমতো ফর প্রক্টিট কোম্পানি বলেই দাঁড় করিয়েছেন তিনি। এখন সেই কোম্পানির মাধ্যমে ১৪টি ভিক্ষুক পরিবার রীতিমতো উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছে। ১২টি পরিবার ব্যাগ তৈরি করে ব্যবসা করছে, আর দু’টি পরিবার যে মন্দিরে ভিক্ষা করতেন, সেই মন্দিরের সামনেই ফুল–প্রসাদের দোকান দিয়েছেন! চন্দ্র মিশ্র বলেন, কোম্পানি খোলার পরে তাঁর এই কোম্পানিতে তিনি মাত্র ১০ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে বলেছিলেন সকলকে, যাতে তিনি ভিক্ষুকদের জীবন পরিবর্তন করতে পারেন। দেড় মাস ধরে চল তাঁর এই ক্যাম্পেন।

প্রথম বিনিয়োগ এসেছিল ছত্তীসগড়ের বাসিন্দা, এক ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে। প্রাথমিকভাবে ৫৭ জন তাঁকে টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকা দিয়েই তিনি ভিক্ষুকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন এবং তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করেন। একটি প্রতিযোগিতায় তিনি সেরা উদ্যোক্তা হিসেবে খ্যাতিও পান। চন্দ্র মিশ্র জানান, বিনিয়োগ পাওয়ার ছ’মাসের মধ্যে ১৬.৫ শতাংশ রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট–সহ টাকা ফেরত দিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, সত্যি বলতে, আইডিয়া থাকলেও, আমি ভাবিনি যে এই কাজ এত

সফলভাবে করতে পারব। তবু আমরা জোর গলায় বিনিয়োগ চেয়েছিলাম, অনুদান নয়। তা আমরা পেয়েছি। সময়মতো ফেরতও দিয়েছি এবং বিনিয়োগকারীরা লাভও করেছে। মিশ্রের মতে, তিনি যে মডেলে কাজ করছেন, তাতে এক এক জন ভিক্ষুকের জন্য তাঁর দেড় লাখ টাকা করে প্রয়োজন। ৫০ হাজার টাকা লাগবে কোনও একটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য, তার পরে এক লক্ষ টাকা দিয়ে সেই প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে ব্যবসা করবেন ওই ভিক্ষুক ব্যক্তি। তিনি ভিক্ষুক কর্পোরেশনের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্কুলও তৈরি করেছেন, তার নাম স্কুল অফ লাইফ। এই স্কুলটিতে বারাণসীর ঘাটে ভিক্ষা করা শিশুদের লেখাপড়া করানো হয়।প্রথম দিকে চন্দ্র মিশ্রর কথা শুনে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। প্রায় কেউই বিশ্বাস করেননি, এভাবেও আয় করা যেতে পারে। এভাবে রিটার্ন মিলতে পারে বিনিয়োগের।

সামাজিক ভাবে যে ভিক্ষুকদের জীবন বদলানো সম্ভব, তাও ভাবতে পারেননি কেউ। কিন্তু পরপর কয়েকজন ভিক্ষুকের ক্ষেত্রে এই সাফল্য মেলার পরে, তাঁর বিনিয়োগের ধারণার প্রতি মানুষের বিশ্বাস বেড়েছে। সম্প্রতি গুরুগ্রামের একটি চা কোম্পানির মালিক পায়েল আগরওয়াল চঃদ্র মিশ্রর কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি করেছেন। তিনি ৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে একটি ক্যাফে তৈরি করছেন, সেখানে ভিক্ষুকরাই কেবল কাজ করবেন কাজ শিখে।

দিল্লি মেট্রো যেন নাট্যশালা

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : মেট্রোয় উঠে বেশির ভাগ যাত্রীই বৃদ্ধ হয়ে যান নিজের মোবাইল ফোনে সিরিজ দেখায় অথবা গেমো। তবে, দিল্লি মেট্রোয় উঠলে নিজের জগতে হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকছে না ইদানিং কালে। কারণ ট্রেনের মধ্যে নাচ থেকে শুরু করে বিকিনি পরিহিতা তরুণী, বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা প্রত্যক্ষ করছেন দিল্লি মেট্রোর নিত্যযাত্রীরা। প্রসঙ্গত, রিদম চানানা ওরফে দিল্লি মেট্রোর নকল উরফি ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন যে তিনি তাঁর পোশাকের জন্য কারুর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। পাশাপাশি, মার্চ মাসের শুরুর দিকে মেট্রোর মধ্যেই রিল বানানোর উদ্দেশ্যে নেচে ভাইরাল হন আরও এক তরুণী। এই ঘটনাও ঘটেছে দিল্লি মেট্রোতেই। বারবার এমন ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে যে কেন দিল্লি মেট্রোতেই বারবার ঘটছে এমন ঘটনা? যুগলের চুম্বন থেকে বিকিনি পরে মেট্রোয় ওঠা, ইতিমধ্যেই একাধিক এমন ভাইরাল ভিডিও চোখে পড়েছে সকলেরই। এই ঘটনায় নিজেদের ফ্লোরায়ারও বাড়িয়ে নিচ্ছেন এই কান্ডের নায়ক নায়িকারা। সম্ভবত, রাজধানী দিল্লির মেট্রোযাত্রীরাই অন্য শহরের চেয়ে বেশি নির্লিপ্ত, সেই কারণেই বারবার ঘটছে এমন ঘটনা। তবে কারণ যাই থাকুক, দিল্লি মেট্রো যে ভাইরাল হওয়ার অন্যতম ঠিকানা হয়ে উঠছে, এ নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

# দেরাদুনে বহুতলে আগুন, গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু চার শিশুর, ঝলসে গেলেন বেশ কয়েকজন

দেরাদুন, ৭ এপ্রিল : উত্তরাখণ্ডের দেহরাদুনে একটি বহুতলে আগুন লাগার পর গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মৃত্যু হল চার শিশুর। আগুনে ঝলসে গেলেন বেশ কয়েক জন। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে শহরের বিকাশনগরে। সুরত রাম জোশী নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। তাঁর বাড়িতে মোট ছ’টি পরিবার ভাড়া থাকে। বাড়ির নীচে একটি রেশন দোকান রয়েছে। এ ছাড়াও একটি আসবাবের দোকানও রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বহুতলের একটি ঘরে আগুন লাগার পরই সেই আগুন দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। তার পরই বেশ কয়েকটি জোরালো বিস্ফোরণ হয়। আর তাতেই মৃত্যু হয় সোনাম, শক্তি, মিষ্টি এবং সেজল নাম চার শিশুর। আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে



দাউ দাউ করে জ্বলছে সেই বাড়ি।

 ফটো : সংগৃহীত

আসে দমকল। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও বাঁচানো যায়নি চার শিশুকে। ওই চার শিশু ছাড়া আরও কয়েক জন আগুনে ঝলসে

গিয়েছেন বলে দমকল সূত্রে খবর। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে দমকল। তবে প্রাথমিকভাবে তারা

মনে করছে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। তারা আরও জানিয়েছে, আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল গ্যাস সিলিন্ডারগুলি বিস্ফোরণের ফলে।

# মদ্যপান করে পুলিশ কর্মীর মাতলামি! নাচলেন গানের তালে, কীর্তি ফাঁস হতেই পড়লেন বিপাকে

তিরুুঅনন্তপুরম, ৭ এপ্রিল : কর্তব্যরত অবস্থায় মদ্যপান করে নাচ করলেন কিনা পুলিশকর্মী! এমন কাণ্ডই ঘটেছে কেরলের ইদুক্কি এলাকায়। এই অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছে ওই পুলিশকর্মীকে। শুক্রবার এই ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এসেছে। অভিযুক্ত সন্তানপারা থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইন্সপেক্টর (এসিপি) কেসি শাজি। গত মঙ্গলবার রাতে এলাকায় একটি মন্দিরে বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল। সেই সূত্রে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। সেখানে কর্তব্যরত ছিলেন ওই এসিপি।


 অভিযুক্ত পুলিশ কপর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ফটো : সংগৃহীত।

অভিযোগ, কর্তব্যরত অবস্থায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে করার সময় তিনি মত্ত অবস্থায় ছিলেন বলেও অভিযোগ। পুলিশ

কর্মীর নাচের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সমাজমাধ্যমে। ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই নড়চড়়ে বসে জেলা

পুলিস। স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পরই ওই এসিপিকে সাসপেন্ড করা হয়। মদ্যপান করে পুলিশকর্মীর মাতলামির নানা নিদর্শন অতীতে প্রকাশ্যে এসেছে। গত বছর মধ্যপ্রদেশের হরজা জেলায় মদ্যপান করে রাস্তায় বসে উর্দি খুলে ছুড়ে ফেলতে দেখা গিয়েছিল এক পুলিশ কর্মীকে। সেই ভিডিয়োও ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজমাধ্যমে। জানা গিয়েছিল, এই কাণ্ডের জেরে ওই পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল।

# অমৃতপালের ডাকে অশান্ত হতে পারে পাঞ্জাব! বৈশাখী উৎসবে সব পুলিশকর্মীর ছুটি বাতিল করল সরকার

চণ্ডীগড়,৭ এপ্রিল : নতুন করে অশান্তি ছড়িয়ে পড়তে পারে পাঞ্জাবে। এই আশঙ্কায় ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সব পুলিশকর্মীর ছুটি বাতিল করল সে রাজ্যের আপ সরকার। রাজ্য প্রশাসন সূত্রেই এই খবর মিলেছে। ওই দিন পাঞ্জাবে বৈশাখী উৎসব। শিখ ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই উৎসবের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। আবার ওই দিনই সরবত খালসা আয়োজন করার আহ্বান জানিয়েছেন বিচ্ছিন্নতাবাদী খলিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিংহ। ওই সমাবেশ থেকে নতুন করে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসনের একাংশ। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে পুলিশকর্মীদের ছুটি বাতিল করে যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে চাইছে আপ সরকার। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর এখনও অধরাই থেকে গিয়েছেন অমৃতপাল। তাঁর কিছু সহযোগীকে গ্রেফতার করে খলিস্তানি নেতার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছে পুলিশ। কিছু দিন আগেই গোপন ডেরা থেকে ভিডিয়ো–বার্তা দিয়েছিলেন অমৃতপাল। সেখানে তিনি

শিখদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় সংগঠন অকাল তখ্বেতর জাঠেদার জ্ঞানী হরপ্রীত সিংহকে সরবত খালসার আয়োজন করার আহ্বান জানান। সরবত খালসা আয়োজন করার জন্য ১৪ এপ্রিল দিনটিকেও সুনির্দিষ্ট করে দেন তিনি। অকাল তখ্ত অমৃতপালের ডাকে কতটা সাড়া দেবে, তা নিয়ে অনেকেই সংশয় রয়েছে। তা ছাড়া শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি তৈরি হওয়ার পর সরবত খালসা তার পুরনো গুরুদ্ব হারিয়েছে। তবু সাবধানতায় কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না পাঞ্জাব সরকার। পাঞ্জাব পুলিশ সূত্রে খবর, ডিজির তরফে পুলিশের সমস্ত পদস্থ কর্তা, এমনকি কনস্টেবলদের কাছেও বার্তা পৌঁছেছে যে, ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁদের সকলের ছুটি বাতিল থাকছে। অনিবার্য কারণ ছাড়া আগাম অনুমোদিত সমস্ত ছুটিও বাতিল করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট মহলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে নতুন করে কোনও ছুটির আবেদনে অনুমতি না দিতে। সাম্প্রতিক সময়ে অমৃতসর লাগোয়া আজনালা থানায় অমৃতপালপন্থীদের তান্ডব থেকেও শিক্ষা নিতে চাইছে পুলিশ।



# জেলায় জেলায়

## ফর্ম বিলি বন্দুকধারী দুষ্কৃতির দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে ভাঙচুর তৃণমূল নেতার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দুয়ারে খুন্তি অঞ্চলের দিঘলবন্তি সরকার ক্যাম্পে দেখা নেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। খবর সরকারি আধিকারিকদের। ওদিকে পেয়ে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি ফর্ম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক বন্দুকধারী দুষ্কৃতি। এই অভিযোগে ক্যাম্পে ভাঙচুর চালানেন তৃণমূলেরই অঞ্চল সভাপতি। বিদ্যালয়ে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের অনুষ্টিত হওয়ার কথা ছিল। ইসলামপুর ব্লকের আগডিমটি সরকারি সুবিধা পেতে আগে

থেকেই সেখানে জমা হতে শুরু করে সাধারণ মানুষ। তার মধ্যে ছিলেন বহু রোজাদার। বেলা সাড়ে এগারোটার নাগাদ সরকারি কর্মীরা দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে হাজির হন। ক্যাম্প চালু হলেও সরকারি প্রকল্পের আবেদনপত্র অপ্রতুল থাকায় দূরদূরান্ত থেকে আসা গ্রামবাসিরা ফর্ম না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। দিঘলবন্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশেই বাড়ি তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি আকবর আলির। সাধারণ মানুষকে সাহায্য করতেই সকাল সকাল তিনি ক্যাম্পে হাজির হয়েছিল। দেরিতে ক্যাম্প চালুর পরেও সাধারণ মানুষ সরকারি প্রকল্পের ফর্ম না পাওয়ায় ক্যাম্পের ঢেয়ার – টেবিল ভাঙচুর শুরু করেন তিনি। এর জেরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইসলামপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

আগডিমটি খুন্তি অঞ্চলের সরকারি আধিকারিক সাগরাম সোরেন জানিয়েছেন, ক্যাম্পে পর্যাশ্ত ফর্ম আছে। তবে কোন টেবিলে কী সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে তা লিখে দেওয়া হয়নি। যার জেরে অনেকে সমস্যায় পড়ছেন। আমরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি। এই নিয়ে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি বলেন, একে তো মানুষ রোজা রেখে সরকারি সুবিধা পেতে রোদের মধ্যে অপেক্ষা করছেন। যাও বা ক্যাম্প চালু হল দেখি সরকারি ফর্ম বিলি করছে এক বন্দুকধারী দুষ্কৃতি। তখনও বেশ কয়েকটি টেবিলে সরকারি কর্মচারীরা এসে পৌঁছননি। আমি সেই টেবিলগুলি ফেলে দিয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, নিজের দলের সরকারের কর্মীদের অর্কমণ্যতার প্রতিবাদ করতে স্কুলের টেবিল ভাঙচুর করে কার ক্ষতি করলেন আকবর আলি?

### ফেরার লতিফকেই ফের তলব ইউরি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গরু পাচারের কিংপিন ফেরার আব্দুল লতিফকে ফের তলব ইউরি। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে একদা অনুরত মণ্ডলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও কয়লামাফিয়া রাজু বাা খুনে পুলিশের সন্দেহের তালিকায় পয়লা নম্বরে থাকা অভিযুক্ত আব্দুল লতিফ। বুধবার রাতে ইমেল করে তাঁকে দিল্লির অফিসে হাজিরা দিতে বলেছে ইউ। গরু পাচার মামলায় সিবিআই চার্জশিটে নাম রয়েছে বীরভূমের ইলামবাজারের বাসিন্দা আব্দুল লতিফের। গরু পাচার মামলায় কোটি-কোটি টাকা আর্থিক অনিয়মের তদন্তে নেমে লতিফের বিরুদ্ধে একাধিক তথ্য হাতে এসেছে ইউরিও। এর আগেও গত ২৯ মার্চ তাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। রাজু বাা খুনের ঠিক ২ দিন আগে তাঁকে তলব করে কেন্দ্রের সংস্থা।

তবে সেই তলবে দিল্লিমুখো হননি লতিফ। পরে ১ এপ্রিল দুর্গাপুরের কয়লামাফিয়া রাজু বাা খুনে নাম জড়িয়ে যায় লতিফের। খুনের পর ঘটনাস্থলে মোবাইল ফোনে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল লতিফকে। নীল প্যান্ট-সাদা জামা পরা লতিফের সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও হয়। যদিও তারপর থেকে আর কোনও খোঁজ নেই তাঁর। যে গাড়িতে রাজু বাা খুন হন সেই গাড়িতেই লতিফ ছিলেন বলে দাবি তাঁর গাড়িচালকের। এবার ফেরার লতিফেই ইমেল করে তলব ইউরি। এদিকে, কয়লা পাচার মামলায় ফের একবার দিল্লি-তলব করা হয়েছিল রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকে। সেই তলব এড়াতে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী। ইউরি নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হন মলয় ঘটক। বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্টে সেই মামলার শুনানি রয়েছে।

## তৃণমূল ছেড়ে বামে আসলেন কয়েক শত সংখ্যালঘু

নিজস্ব সংবাদদাতা : বীরভূম জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বামে যোগ দিলেন কয়েক শত তৃণমূল কর্মী। সিপিআইএমে যোগদানের হিড়িক। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই জেলায় ক্রমাগত ধস নামছে শাসক শিবিরে। এবার শত শত সংখ্যালঘু সামিল হলেন বাম শিবিরে। তাৎপর্যপূর্ণ, এই জেলায় তৃণমূলের সাংগঠনিক দিকটি নিজের হাতে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোরু কমিটির দাবি, সাত্তার

পাচার মামলায় তিহার জেলে বন্দি বীরভূম তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি অনুরত মণ্ডল। তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিচিত কাজল শেখের হাতে জেলার ভার দিতে চাননি দলনেত্রী মমতা। জেলার নেতাদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠকের পর বীরভূম নিজে দেখবেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ চলছে। সিপিআইএম বীরভূম জেলা কমিটির দাবি, সাত্তার

অঞ্চলের হাটপুকুরডাঙ্গার আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু প্রায় ৬০০ জন সিপিআইএমে যোগদান করলেন। এরা তৃণমূল ত্যাগ করেছেন। চোর তাড়াও গ্রাম জাগাও, লুটেরাদের পঞ্চায়েত ভেঙে জনগণের পঞ্চায়েত গড়ে। – এই স্লোগান দিয়ে তারা সিপিআইএমে যোগদান করেন। পঞ্চায়েত ভোটের আগে বীরভূমের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগে আছেন এই জেলার তৃণমূল নেতারা।

## ভগবানগোলার সরলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকাশি ও কাজের মান নিয়ে ক্ষোভ

আনসার মোল্লা, ভগবানগোলা : মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় সরলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। এই সরলপুর থেকে রাজ্য সড়কের জাফরের মোড় ৬ কিমি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। স্থানীয়দের অভিযোগ রক্ষণাবেক্ষণের হয়রানি হতে হয়।

কাজ হচ্ছে বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। তারা প্রতিবাদ করতে গেলে তৃণমূল নেতারা হুমকি দিয়ে বলে জেলে ঢুকিয়ে দেব। স্থানীয়দের ক্ষোভ বহু সরকারি পরিষেবা পেতে হয়।

নিকাশী নালার ব্যবস্থা। পঞ্চায়েত প্রধানকে বলেও কোনও কাজ হয়নি। তৃণমূলের প্রধান সুখবাস শেখ স্বীকার করে নিয়ে জানান, এলাকায় পানীয় জল ও নিকাশী নালার সমস্যা আছে। আবাস যোজনায যে অনেক

### নজরে ভগবানগোলার সরলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

অভাবে এক দশক ধরে একই অবস্থায় আছে এই রাস্তাটি। জাফরাদের অধিকাংশ গ্রামবাসীদেরই অভিযোগ রয়েছে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, শংসাপত্র পাওয়ার জন্য বহু ঘুরেছি কিন্তু আজও সেই যোজনার তালিকা নিয়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ প্রতি বছর বর্ষা এলেই এই পথে যাতায়াত কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। পথচলতি মানুষদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়। সম্প্রতি রাস্তার কাজ শুরু হলেও অতি নিম্নমানের মেটেরিয়াল দিয়ে

জাফরাবাদের বাসিন্দা নীতিশ মণ্ডল বলেন, আমি শারীরিক প্রতিবন্ধী। পঞ্চায়েত কার্যালয়ে প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র পাওয়ার জন্য বহু ঘুরেছি কিন্তু আজও সেই শংসাপত্র পাইনি। নিজস্ব জমিজমা বলতে কিছুই নেই, আছে একচিলতে বাড়ি। আবেদন করার পরও আমার নাম আবাস যোজনার তালিকায় নেই। ওই গ্রামেরই বাসিন্দা অসিত মণ্ডল বলেন, এলাকায় না আছে পানীয় জলের ব্যবস্থা, না আছে

যোগ্য ব্যক্তির নাম নেই সেকথাও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এই পঞ্চায়েতটি চলে তৃণমূল নেতৃত্বের উপর ভরসা করে। গত পাঁচ বছরে যা কাজ হয়েছে তার চেয়ে বেশি উৎকেচ হয়েছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা ও বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা থেকে উৎকেচ উঠেছে। আবাস যোজনা থেকে ১০/১৫/২০ হাজার পর্যন্ত টাকা তোলা হয়েছে। মানুষ এবার তার জবাব দেবে বলে এলাকাবাসীদের দাবি।

### সমস্যায় গ্রামীণ শ্রমিকরা

## ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১০০ দিনের প্রকল্পে টাকা বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকার ২০২১ সাল থেকে ১০০ দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না। ফলে কার্যত মুখ খুবড়ে পড়েছে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প। ১০০ দিনের কাজের জবকার্ডধারীরা কাজের টাকা পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রাজ্যের তরফে জবকার্ড হোল্ডারদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করা হলেও তা প্রকৃত বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি বলে অভিযোগ। সামনে পঞ্চায়েত ভোট। ১০০ দিনের কাজ, ভোটের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই। ফলে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন।

২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে কেন্দ্র ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে টাকা পাঠানো বন্ধ করেছে। এই প্রকল্পে নদিয়া জেলার প্রায় ৬৪ কোটি টাকা পাওনা আছে। জেলার কয়েক লক্ষ পরিবার এই প্রকল্পের টাকার উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে রাজ্য ও কেন্দ্র পরস্পরের উপর দোষারোপ করতে থাকে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী



১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে জবকার্ডধারী শ্রমিকরা কর্মরত

জবকার্ড হোল্ডারদের বিকল্প কাজ দেওয়ার নির্দেশ দেন। ২০২২ সালের ৩১ নভেম্বর রাজ্যের মুখ্যসচিব জবকার্ড হোল্ডারদের বিভিন্ন দপ্তরের কাজ যুক্ত করার নির্দেশ দেন। জেলায় জবকার্ড হোল্ডারদের মূলত পূর্ত দপ্তরের পাশাপাশি সেচ, মৎস্য দপ্তরের কাজে ব্যবহার করা শুরু হয়। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩২৬ জন শ্রমিককে কাজ দেওয়া হয়েছে।

শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে ৮৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮৬২ দিন। কাজ হয়েছে প্রায় ১১২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার। কিন্তু এটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই কম বলে মনে করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নদিয়া জেলায় জবকার্ড হোল্ডার রয়েছে ১৪ লক্ষ ৭৪ হাজার। তার মধ্যে সক্রিয় আছেন ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার। কিন্তু বিকল্প কাজ পেয়েছেন মাত্র ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩২৬ জন। অর্থাৎ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার লোক কাজ

পাননি। যদিও জেলা প্রশাসন সূত্রে দাবি করা হয়েছে যে, আগামী দিনে জেলা জুড়ে পথশ্রী প্রকল্পের কাজ শুরু হতে চলেছে। তখন প্রচুর সংখ্যক অদক্ষ শ্রমিকের প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, হোল্ডার বা শ্রমিকেরা কাজ পাবেন। নদীয়া জেলা পরিষদের সভাপতি রিত্তা কুন্ডু বলেন, বিজেপি সরকার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দিয়ে রাজ্যের গরিব মানুষকে ভাতে মারতে চেয়েছে।

**সদ্য প্রকাশিত**

**তরী হতে তীর**

পরবেশ প্রতাপ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ প্রকাশ

দাম : ৫০০.০০ টাকা

**ঠিকানা কলকাতা**

সুনীল মুন্সী

তৃতীয় সংস্করণ

দাম : ২০০.০০ টাকা

**বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান**

(চতুর্থ খণ্ড)

মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত

দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

দাম : ৪৫০.০০

**মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড**

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

**মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই**

**জীবনী**

কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ নিকোলাই ইভানভ

৭০.০০

**দর্শন**

দার্শনিক লেনিন ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৯০.০০

**ইতিহাস**

ইতিহাসের ধারা ঃ সুশোভন সরকার

৭৫.০০

সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও

রামেশ্বর শর্মা

৩০.০০

বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য

১০০.০০

ঠিকানা : কলকাতা

সুনীল মুন্সী

২০০.০০

**সাহিত্য**

আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি

২৫০.০০

**রবীন্দ্র সাহিত্য**

রবীন্দ্র ভাবনা

নির্বাচিত প্রবন্ধ

তপতী দাশগুপ্ত

১৫০.০০

**কাব্যগ্রন্থ**

দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র

২৫০.০০

**বিজ্ঞান**

রাসায়নিক মৌল কেমন করে

সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল

ড. দ. ব্রিফোনভ

২৫০.০০

**বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান**

মঞ্জুকুমার মজুমদার,

ভানুদেব দত্ত ( মোট ১৫ খণ্ড )

CAA, NRC, NPR

ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন

মানছি না

ড. বি. কে. কন্দো

বিজেপির স্বরূপ

এ. বি. বর্ধন

(পরিবর্তিত সংস্করণ)

**মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড**

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

**OUR ENGLISH PUBLICATIONS**

Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner

Rs. 55.00

Somenath Lahiri Collected Writings :

Rs.15.00

Rise of Radicalism in Bengal

in the 19th Century : Satyendranath Pal

Rs. 190.00

Peasant Movement in India

19th-20th Centuries : Sunil Sen

Rs. 90.00

Political Movement in Murshidabad

1920-1947 : Bishan Kr. Gupta

Rs. 85.00

Forests and Tribals : N. G. Basu

Rs. 70.00

Essays on Indology

Birth Centenary tribute to Mahapandita

Rahula Sankrityayana :

Editor. Alaka Chattopadhyaya

Rs. 100.00

**মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড**

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

# আল-আকসায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের মুখে হাত গুটিয়ে বসে থাকব না : হামাসপ্রধান

**বেইরুট, ৭ এপ্রিল :** প্যালেস্তিনীয় সংগঠন হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়া বলেছেন, জেরুজালেমে পবিত্র আল-আকসা মসজিদে ইসরায়েলি আগ্রাসনের মুখে তাঁরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। বৃহস্পতিবার লেবাননের রাজধানী বেইরুটে বসে এ কথা বলেন হানিয়া। বৃহস্পতিবারই লেবানন থেকে ইসরায়েলের দিকে ৩০টির বেশি রকেট ছোড়া হয় বলে দাবি তেল আবিবের। রকেট হামলার জন্য প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র সংগঠনগুলোকে দায়ী করেছে ইসরায়েল। তারা এ রকেট হামলার জবাব সামরিক উপায়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। এরপরই হামাসপ্রধানের কাছ থেকে এমন মন্তব্য এল। পবিত্র আল-আকসা মসজিদটি পূর্ব জেরুজালেমের ইসরায়েল অধিকৃত ওল্ড সিটিতে অবস্থিত। পবিত্র রমজান মাসে

গত বুধবার দুই দফায় মসজিদ প্রাঙ্গণে অভিযান চালায় ইসরায়েলি পুলিশ। অভিযানকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলি পুলিশের সঙ্গে প্যালেস্তিনীয় মুসল্লিদের সংঘর্ষ হয়। আল-আকসা মসজিদে ইসরায়েলি আগ্রাসনের জেরে অন্য প্যালেস্তিনীয় সংগঠনগুলোর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করতে লেবাননের রাজধানী বেইরুটে যান হামাস নেতা হানিয়া। বৃহস্পতিবার এ বৈঠক হয়। বৈঠকের পর একটি বিবৃতি দেন তিনি। হানিয়া তাঁর বিবৃতিতে বলেন, পবিত্র আল-আকসা মসজিদে ইসরায়েলের বর্বর আগ্রাসনের মুখে প্যালেস্তিনীয় জনগণ ও প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলো চুপ করে বসে থাকবে না। ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্যালেস্তিনীয় সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেন হানিয়া। ইসরায়েলি

দখলদারির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ জোরদার করার আহ্বান জানান তিনি। তেল আবিবের অভিযোগ, প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো লেবানন থেকে ইসরায়েল অভিমুখে ৩৪টি রকেট ছুড়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল রিচার্ড হেচট বলেন, লেবানন থেকে ছোড়া এই রকেট হামলার জন্য প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো দায়ী। রিচার্ড হেচট সাংবাদিকদের বলেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানেন, এগুলো প্যালেস্তিনীয়দের ছোড়া রকেট। এ রকেট হামাস ছুড়ে থাকতে পারে। আবার ইসলামিক জিহাদও ছুড়ে থাকতে পারে। কারা এ রকেট ছুড়েছে, তা নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা। তবে লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ এ রকেট ছোড়েনি।

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল

কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে শিয়া সংগঠন হিজবুল্লাহ। প্যালেস্তাইনের গাজা উপত্যকা শাসন করে হামাস। হামাসের পাশাপাশি গাজা উপত্যকাভিত্তিক সশস্ত্র সংগঠন ইসলামিক জিহাদের সঙ্গে হিজবুল্লাহর ভালো সম্পর্ক রয়েছে। রকেট হামলার জবাবে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এতে বেশ কিছু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।ইসলামের তৃতীয় পবিত্র স্থান জেরুজালেমের পবিত্র আল-আকসা মসজিদে ইসরায়েলি পুলিশের তাণ্ডবে বিশ্বজুে তীব্র সমালোচনা চলছে। বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে ক্ষোভ। এ আগ্রাসনের দ্বারা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে বেশ কয়েকটি প্যালেস্তিনীয় গোষ্ঠী।

## গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলা

গাজা, ৭ এপ্রিল : রমজান মাসে গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে এ হামলা চালানো হয়। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর অভিযোগ, লেবানন থেকে ইসরায়েলের দিকে ৩০টির বেশি রকেট ছোা হয়েছে। এর জবাবে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েলে রকেট ছোড়ার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও বার্তা দেন নেতানিয়াহু। ভিডিও বার্তায় তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, তাঁর দেশে আক্রমণের জন্য শত্রুদের চড়া মূল্য দিতে হবে। এর পরপরই গাজায় বিমান হামলা চালানো হয়েছে। ইসরায়েলি বিমান হামলার পর গাজায় একাধিক বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এখন



ইসরায়েলি বিমান হামলার পর গাজায় একাধিক বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।

ফটো : রয়টার্স

পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। গাজায় দুটি টানেল ও দুটি সামরিক স্থাপনায় হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। ধারণা করা হচ্ছে, হামলায় হামাসের প্রশিক্ষণ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ইসরায়েলের দিকে অন্তত ৩০টি রকেট ছোড়া হয়। এসব রকেটের মধ্যে ১৫টি ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আইরন ডোমের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে। এসব হামলার পর মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক করেন নেতানিয়াহু।এর আগে রমজান মাসে বুধবার টানা দ্বিতীয় রাতের মতো পবিত্র আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে অভিযান চালায় ইসরায়েলি পুলিশ। অভিযানকালে তারা প্যালেস্তিনীয় মুসল্লিদের লক্ষ্য করে শব্দবোমা ও রাবার বুলেট ছোড়ে। অভিযানকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলি পুলিশের সঙ্গে প্যালেস্তিনীয় মুসল্লিদের আবার সংঘর্ষ হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, নামাজ আদায়ের জন্য আসা প্যালেস্তিনীয় মুসল্লিদের জোর করে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছে ইসরায়েলের সশস্ত্র পুলিশ। ইসরায়েলি পুলিশের সবশেষ দফার এ অভিযানের ঘটনায় ছয় প্যালেস্তিনীয় আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে প্যালেস্তিনীয় রেড ক্রিসেন্ট।

# মুরগি পুঁতে ফেলার জায়গা মিলছে না জাপান জুড়ে ভয়াবহ আকারে ছড়িয়েছে বার্ড ফ্লু



জাপান জুড়ে বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষতির মুখে পড়েছেন পোল্ট্রি খামারিরা।

ফটো : রয়টার্স

**টোকিও, ৭ এপ্রিল :** জাপান জুড়ে বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়েছে। এতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে প্রচুর মুরগি। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়েছে যে, দেশটির অনেক জায়গায় বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া মুরগি পুঁতে ফেলতে পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ব সম্প্রচার মাধ্যম এনএইচকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাপানের ২৬টি প্রিফেকচারের (প্রদেশ) সবগুলোতেই গত কয়েক মাসে বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ইতিহাসে আগে কখনোই

হয়ে মারা যাওয়া মুরগি পুঁতে ফেলার জন্য এখন পর্যাপ্ত জায়গা নেই। বার্ড ফ্লুর ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে আক্রান্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ খামারগুলোকে আক্রান্ত মুরগি মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে এর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে। মৃত মুরগি পুঁতে ফেলার জন্য খামারিরা জায়গা পাচ্ছেন না।

এনএইচকের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এবারের মৌসুমে জাপানের খামারগুলোয় বার্ড ফ্লুতে ১ কোটি ৭০ লাখের বেশি মুরগির প্রাণ গেছে। দেশটির ইতিহাসে আগে কখনোই

একসঙ্গে এত মুরগি বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়নি।এর আগে ২০২০ সালে জাপানে ব্যাপকহারে বার্ড ফ্লুর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই সময় দেশটিতে ৯৯ লাখের বেশি মুরগি এতে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল। ইউজেন্ন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জাপানে মুরগির খাবারের দাম আগের তুলনায় অনেক বোে গেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বার্ড ফ্লুর সংক্রমণ। এর প্রভাব পড়েছে বাজারে। দেশটিতে মুরগি ও ডিম-দুটোরই দাম এখন বাড়তির দিকে। এই পরিস্থিতিতে চ্যালেঞ্জের মুখে পাচ্ছেন জাপানের পোল্ট্রি খাতের

# কানাডায় তুষারঝড়ে বিদ্যুৎ বিপর্যয়, দুজনের মৃত্যু



ঝড়ের সময় গাড়ির ওপর গাছ উপড়ে পড়েছে।

ফটো : রয়টার্স

**ওটাওয়া, ৭ এপ্রিল :** কানাডার পূর্বাঞ্চলে তুষারঝড়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার রাতে আঘাত হানা এ ঝড়ে গাছপালা উপড়ে ছিঁড়ে পড়া বৈদ্যুতিক লাইন থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। ভিডিওতে দেখা যায়, নামাজ আদায়ের জন্য আসা প্যালেস্তিনীয় মুসল্লিদের জোর করে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছে ইসরায়েলের সশস্ত্র পুলিশ। ইসরায়েলি পুলিশের সবশেষ দফার এ অভিযানের ঘটনায় ছয় প্যালেস্তিনীয় আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে প্যালেস্তিনীয় রেড ক্রিসেন্ট।

থেকে গোলেও স্থানীয় লোকজনকে সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ঝড়ের কারণে ছিঁড়ে পড়া বৈদ্যুতিক লাইন থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বন এলাকা এড়িয়ে চলাচল করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ, বরফে ঢাকা গাছগুলো উপড়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত বুধবার অশ্টারিওতে উপড়ে পড়া গাছের নিচে চাপা পাে স্থানীয় এক বাসিন্দা নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে মন্ট্রিয়ল থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে

একটি এলাকায় গাছের ডালের নিচে চাপা পড়ে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তাঁর বয়স প্রায় ৬০। ওই ব্যক্তি নিজের বাড়ির আঙিনায় থাকা গাছটির ডাল কাটার চেষ্টা করছিলেন। ঝড়ের পর কিছু বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময়ও প্রায় ১০ লাখ গ্রাহক বিদ্যুৎবিহীন ছিলেন। গাছপালা উপড়ে পড়া এবং বরফ জমার কারণে বৈদ্যুতিক লাইনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৯৮ সালের তুষারঝড়ের পর এটি কুইবেকে সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ঘটনা।

**ব্যাংকক, ৭ এপ্রিল :** মায়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী দল ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে কয়েক হাজার মানুষ সীমান্ত পার হয়ে থাইল্যান্ডে চলে গেছে। থাইল্যান্ডের কর্মকর্তারা এমন তথ্য জানিয়েছেন। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মায়ানমারে নির্বাচিত অং সান সু চির সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসে জাভা সরকার। এর পর থেকেই দেশটিতে অস্থিরতা চলছে।থাইল্যান্ডের কর্মকর্তারা বলেন, দক্ষিণাঞ্চলের কারেন রাজ্যের মায়াওয়াডি শহরের কাছে সীমান্ত এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। থাইল্যান্ডের টাক প্রদেশের সীমান্তবর্তী ওই অঞ্চল কায়িন নামে পরিচিত। টাকের প্রাদেশিক কর্মকর্তা এক বিবৃতিতে বলেছেন, থাইল্যান্ডের অস্থায়ী



থাইল্যান্ড ও মায়ানমারের সীমান্তবর্তী একটি এলাকা।

রয়টার্স ফাইল ছবি

আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে পালিয়ে গিয়ে প্রায় ৩ হাজার ৯৯৮ জন আশ্রয় নিয়েছে। টাকের প্রাদেশিক সরকারের কর্মকর্তারা বলেছেন, পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। থাইল্যান্ডের খাশোদ ইংলিশ পত্রিকা ও বিবিসি বার্মিজ বলেছে, সীমান্তরক্ষীদের ওপর সশস্ত্র কারেন ন্যাশনাল

লিবারেশন আর্মির একটি দল হামলা চালানোর পর সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। রয়টার্সকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্বেচ্ছাসেবী বলেছেন, বৃহস্পতিবার থেকে অনেক লোক সীমান্ত পার হচ্ছে। অনেকে এখনো মায়ানমার সীমান্ত পার হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। মানুষের কাছে খাওয়ার জল নেই।

## হাতকড়া পরে ৭ মাইল সাঁতার

কায়রো, ৭ এপ্রিল : হাত বেঁধে সাঁতার কাটা যায় না, এমনটা নয়। কিন্তু মাইলের পর মাইল হাত বেঁধে রেখে সাঁতারনো নিশ্চয়ই সহজ কিছু নয়। তার ওপর সেটা যদি সাগরে হয়, তাহলে বিষয়টি নিশ্চয়ই আরও কঠিনই হওয়ার কথা। তবে এই অসাধ্যাটই সাধন করেছেন সেহাব আলম। বার্তা সংস্থা ইউপিআইয়ের খবরে বলা হয়েছে, মিসরের এই সাঁতারক হাতকড়া পরে ৭ দশমিক ২৪ মাইল (প্রায় ১১ কিলোমিটার) সাঁতার কেটেছেন। আরব উপসাগরের ঢেউ ভেঙে এই দূরত্ব সাঁতারেছেন তিনি।

আলমের সাঁতারের ধরন ছিল মুক্ত সাঁতার। নিজের সামর্থ্য পরীক্ষা করতে গিয়েই এই রেকর্ড করেছেন, নাম



মিসরের সেহাব আলম হাতকড়া পরে সাঁতার কেটেছেন ৭ মাইল।

ফটো : গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস

লিখিয়েছেন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস। গিনেস কর্তৃপক্ষ এই রেকর্ডের খবর প্রকাশ করেছে তাদের ওয়েবসাইটে। এতে বলা হয়েছে, হাতকড়া পরে রেকর্ডভাঙা সাত মাইল সাঁতরে নিজেকে

সুপারহিরোর মতো মনে হচ্ছে আলমের। এর আগে হাতকড়া পরে সাঁতার কাটার রেকর্ড ছিল মার্কিন নাগরিক বেনজামিন কাতজম্যানের। ২০২১ সালে ৫ দশমিক ৩৫ মাইল সাঁতরেছিলেন তিনি।

কিন্তু আলম প্রায় এর দেড় গুণ দূরত্ব সাঁতরে পার হলেন। এই রেকর্ড করতে সময় নিয়েছেন প্রায় ছয় ঘণ্টা। আলম বলেন, হাতকড়া পরে সাঁতারের প্রশিক্ষণের সময় তিনি অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বলেন, এমন উৎসুক জনতার ভিড় এড়াতে তুলনামূলক শান্ত ও নিরিবিলা জায়গায় সাঁতার কাটতাম। যেখানে সৈকত শেষ, সেখানে সাঁতার কাটতাম। তবে এরপরও অনেকেই চোখ বড় বড় করে তাকাতেন। এবার নিজের রেকর্ড ভাঙার চিন্তাভাবনা করছেন আলম। তিনি আশা করেন, একটা সময় তিনি নিজের রেকর্ড ভাঙতে সক্ষম হবেন। এ জন্য নিজের কৌশল আরও শাণিত করার চেষ্টায় রয়েছেন তিনি।

## ৯ ইঞ্চি লম্বা আফ্রো চুলে মার্কিন নারীর আবার গিনেস রেকর্ড

**ওয়াশিংটন, ৭ এপ্রিল :** নিজের মাথার চুল দিয়ে রেকর্ড ভাঙার রেকর্ড করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের এভিন দুগাস নামের ৪৭ বছর বয়সী এক নারী। এখন পর্যন্ত জন্মানো সবচেয়ে বড় আফ্রো (কঁটকা ও ঝোপ আকৃতির) চুলের অধিকারী এভিন নিজের করা প্রথমবারের গিনেস রেকর্ড ভেঙে দ্বিতীয়বারের মতো রেকর্ড গড়েছেন। লুইজিয়ানার বাসিন্দা এভিনের মাথার চুল ৯ দশমিক ৮৪ ইঞ্চি লম্বা, ১০ দশমিক ৪ ইঞ্চি চওড়া ও ৫ দশমিক ৪১



এভিনের মাথার এই কৌকড়া ও ঝাঁকড়া চুল প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে উঠেছে। মাথায় পুরো আফ্রোটি হতে ২৪ বছর সময় লেগেছে।

ফুট ব্যাস। গিনেস রেকর্ড বৃকের তথ্য অনুযায়ী, এভিন ২০১০ সালে আফ্রো চুলের জন্য প্রথমবারের মতো রেকর্ড করেছিলেন। সে সময়

তাঁর আফ্রোর পরিধি ছিল ৪ ফুট ৪ ইঞ্চি (১৩২ সেন্টিমিটার)। এবার তিনি নিজের রেকর্ড ভেঙে দ্বিতীয়বারের মতো রেকর্ড করলেন। এভিনের মাথার এই কৌকড়া ও ঝাঁকড়া চুল প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে উঠেছে। মাথায় পুরো আফ্রোটি হতে সময় লেগেছে ২৪ বছর। তিনি বলেন, চুল প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে উঠুক যতটা চেষ্টেছিলাম, সেভাবে আফ্রো করার চিন্তা করিনি। কারণ, আমি স্থায়ীভাবে চুল সোজা করার জন্য বিপজ্জনক রাসায়নিক ব্যবহার

করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ওই সব রাসায়নিক ক্যানসারের জন্য দায়ী, এ নিয়ে একটি বড় মামলাও চলছে। তাই আমি আনন্দিত যে সেসব অনেক বছর আগেই ছেড়ে এসেছি। এভিন দুগাস আরও বলেন, আমি হাট অয়েল ট্রিটমেন্ট নিতে শুরু করি...বা শ্যাম্পু, কন্ডিশন কর, স্টাইল করার আগে বাটার দিয়ে চুল তৈলাক্ত করে নিই। প্রতি সাত দিনেই এটা করা হয়। এছাড়া চুলের ডগায় এসব করার সময় সতর্ক থাকি। কারণ, ডগাগুলো সবচেয়ে

সুস্থ ও পুরোনো অংশ। আমি এমনভাবে স্টাইল করার চেষ্টা করেছি যাতে চুলের ডগা ঢেকে থাকে। এতে কাজ হয়েছে। এভিন বিভিন্ন স্টাইলে তাঁর আফ্রো সাজিয়ে রাখেন। তিনি বলেন, আমার আফ্রো সম্পর্কে মানুষের নানা প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কেউ প্রশংসা করেন, কেউ শুধু তাকিয়ে থাকেন, কেউ উঠে এসে প্রশ্ন করেন আবার কেউ কেউ উঠে এসে চুলে একটু টান দেন। তাঁদের আমি সামাল দেওয়া শিখে গেছি।

## ১০ আরোহী নিয়ে জাপানের সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত

**টোকিও, ৭ এপ্রিল :** জাপানের একটি সামরিক ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার সাগরে বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে ১০ জন আরোহী ছিলেন। তাঁদের খুঁজে বের করতে উদ্ধার অভিযান চলছে। হেলিকপ্টারটি বৃহস্পতিবার জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ওকিনাওয়া দ্বীপের কাছে মিয়াকোজিমায় জাপান সাগরে

ভেঙে পড়ে। ইউএইচ-৬০ ব্ল্যাক হক মডেলের হেলিকপ্টারটি প্রধানত সেনা পরিবহনে ব্যবহার হয় বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান জেনারেল ইয়াসুনোরি মরিশিতা। তিনি আরও জানান, ভেঙে পড়ার আগে হেলিকপ্টারটি ওই এলাকায় টহল দিচ্ছিল। বিধ্বস্ত হওয়ার পর হেলিকপ্টারটির ১০ জন

আরোহীর কেউ বেঁচে আছেন কিনা, তা জানতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। জাপানের একটি সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, দেশটির কোস্টগার্ডের একটি দল সাগরে ভাসমান তেল শনাক্ত করেছে, যা বিধ্বস্ত হওয়া হেলিকপ্টারের বলে ধারণা করা হচ্ছে।



## স্রো বোলারদের দিয়ে বল করানোর পরিকল্পনা ছিল ঃ রানা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ভারতের ঘরোয়া লিগ। বিদেশিরা লাল চেরির কাজ করলেও ভারতীয় ক্রিকেটাররাই যে আসল ক্রিম, সেটা এতদিনে বুঝে গিয়েছে ক্রিকেটমহলা। তবু আইপিএলে বিদেশি কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, এমনকি ক্যাপ্টেনদেরও ছড়ি ঘোরাতে দেখা যায় বেশিরভাগ সময়।

আইপিএলেই ১০ দলের মধ্যে ৭টি দলের হেড কোচ বিদেশি। কেবল আরসিবি, গুজরাট ও কেকেআর ভারতীয় হেড কোচে আস্থা রেখেছে। দিল্লি, হায়দরাবাদ ও আরসিবির ক্যাপ্টেনও বিদেশি। গুজরাট ছাড়া কেবল কেকেআরের কোচ-ক্যাপ্টেন জুটি নিষাদ ভারতীয়। বলাবাহুল্য টুর্নামেন্টের সব থেকে লো-প্রোফাইল কোচ-ক্যাপ্টেন এই মুহূর্তে নাইট রাইডার্সের।

এমন দেশি কোচের ঘরোয়া টোটকাই কীভাবে কেকেআরের ঘরোয়া ক্যাপ্টেনকে হিঙ্গ দিল আরসিবির মতো হাই-প্রোফাইল দলের দুর্বলতার, সেটা বোঝা যায় ইডেনেই। একে তো নিম্নকদের মুখে ঝামা ঘষে কলকাতা খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২০০ রানের গণ্ডি টপকে যায়। তার



উপর আরসিবির তারকাখচিত ব্যাটিং লাইনআপকে মাত্র ১২৬ রানে আটকে রেখে বিশাল ব্যবধানে ম্যাচ জেতে কেকেআর। ম্যাচের শেষে নাইট অধিনায়ক নীতিশ রানা জানান নিজেদের মাস্টারস্ট্রেকের কথা। জানিয়ে দেন, কীভাবে ব্যাঙ্গালোরের মহারথীদের আটকে রাখলেন সন্তায়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রানা বলেন, আরসিবির ব্যাটসম্যানরা গতি পছন্দ করে। তাই আমাদের পরিকল্পনা ছিল মাঝের ওভারে ওদের গতি উপহার দেব না। স্রো বোলারদের দিয়ে বল করানোর পরিকল্পনা

ছিল, যা যথাযথ কাজে লাগে। নাইট কোচ তথা টিম ম্যানেজমেন্টের সাদামাটা সিদ্ধান্তই ইডেনে বড় জয় এনে দেয় কেকেআরকে। যদিও পরিকল্পনা কতটা যথাযথ, তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। আইপিএলের মঞ্চে চার-ছক্কা হাঁকানোই ক্রিকেটারদের প্রাথমিক লক্ষ্য হয়। তার উপর ২০০-র বেশি রান তাড়া করতে নামলে বড় শট নেওয়া ছাড়া উপায়ও থাকে না। ভারতীয় পিচে বিগ হিটারদের আটকে রাখতে স্রো বোলিংকে হাতিয়ার করা হয় যুগ যুগ ধরে। সেই চেনা ফাঁদেই পা

দেন ডু'প্লেসি-ম্যাক্সওয়েলরা বৃহস্পতিবার ইডেনে টস হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নামে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তারা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ২০৪ রান তোলে। শার্দূল ঠাকুর ৬৮, রহমানউল্লাহ গুরবাজ ৫৭ ও রিঙ্কু সিং ৪৬ রান করেন। পালটা ব্যাট করতে নেমে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ১৭.৪ ওভারে ১২৬ রানে অল-আউট হয়ে যায়। ৮১ রানের বিরাট ব্যবধানে ম্যাচ জেতে কেকেআর। একাই ৪টি উইকেট নেন বরুণ চক্রবর্তী।

### নাইটদের নতুন তারা সুয়শ শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সুনীল নারিন, ব্র্যাড হগ, কুলদীপ যাদব , বরুণ চক্রবর্তী। বছরের পর বছর স্পিন বিভাগে রহস্য বজায় রেখে চলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। আসলে সৌতম গম্ভীরের আমলে যে স্পিনের জাদু'তে সাফল্য মিলেছিল, সেই রহস্য স্পিনারের ফর্মুলা ছাড়তে চায় না নাইট ম্যানেজমেন্ট। এখন প্রশ্ন হল, নাইটদের দীর্ঘ রহস্য স্পিনারদের তালিকায় কি এবার নতুন সংযোজন হতে চলেছেন সুয়শ শর্মা? সুনীল নারিন কুলদীপ যাদব, ব্র্যাড হগ, মায় বরুণ চক্রবর্তীর নামের পাশেও সুয়শের নাম এখনই লিখে দেওয়াটা হয়তো বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু লক্ষ্মীবীরের ইডেনে বিরাটদের লোয়ার মিডল অর্ডারকে তলছাক করে দেওয়ার পর উনিশের এই তরুণ যে টক অফ দ্য টাউন হয়ে উঠেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল কে এই সুয়শ শর্মা? কোথা থেকে তাঁকে আবিষ্কার করল নাইটরা? বস্তুত, সুয়সের কেকেআরে আসা, তাঁকে সই করানো, সবটাই তাঁর স্পিনের মতোই রহস্যময়। নাইটদের এই তরুণ স্পিনার একটাও প্রথম সারির ম্যাচ খেলেননি। নিজের রাজা দলের হয়ে কখনও খেলার সুযোগ পাননি। এমনকী কেকেআর অধিনায়ক নীতীশ রানাও জানেন না, সুয়শের বাড়ি ঠিক কোথায়! কেকেআর শিবির শুধু এইটুকু জানে, সুয়শ দিল্লির ছেলো। আইপিএলের আগে নাইটদের ট্রায়ালে এসেছিলেন। সেখান থেকেই কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের নজরে আসেন তিনি। কেকেআরের পছন্দেই নিলামে যান তরুণ স্পিনার। তাঁকে ২০ লক্ষ টাকায় কেনে নাইটরা। নাইটদের কোচ ম্যাচ শেষে বলছিলেন, সুয়শ ট্রায়ালে এসেছিল। সেখানেই দেখি যে ও দু'দিকেই বল ঘোরাতে পারে। সেই দেখেই ওকে নেওয়া। অভিজ্ঞতা কম, কিন্তু প্রতিভা রয়েছে সুয়শের মধ্যে। উনিশ বছরের সুয়শ মূলত লেগস্পিনার। কিন্তু সাধারণ লেগ স্পিনারদের মতো লেগ স্পিন, গুগলি তিনি করেন না। দু'দিকেই বল ঘোরাতে পারেন। এবং কোনটা কোন দিকে ঘুরবে, সেটা হাত দেখে বোঝা মুশকিল। বলটা ছাড়ার সময় সুয়শের মুখ আকাশের দিকে উঠে যায়। উনিশ বছরের সুয়শ যে একেবারে ব্যাট করতে পারেন না, তা নয়। সময় এলে নাকি ব্যাট হাতেও ম্যাজিক দেখাতে পারেন তিনি। তবে মূলত তিনি বোলার। সুয়শের কাঁধ পর্যন্ত চুলা। মুখে সর্বদা হাসি। এর আগে বড় স্তরে খেলা বলতে দিল্লির অনূর্ধ্ব-২৫ দলে একবার সুযোগ পেয়েছিলেন। রাজের দলে কখনও সুযোগ পাননি। তারপরই কেকেআর। সে অর্থে বা মঞ্চে এই প্রথম নামলেন তিনি।

## অবচেতন মনে ভাল কিছু করার ইচ্ছে ছিল ঃ শার্দূল



নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ চেন্নাই সুপার কিংস থেকে এ বার তাঁকে দশ কোটি টাকায় কিনেছিল কেকেআর। নিলামের টেবিলে ওঠার আগেই দল বলা হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচেই কোথা থেকে তাঁকে আবিষ্কার করল নাইটরা? বস্তুত, সুয়সের কেকেআরে আসা, তাঁকে সই করানো, সবটাই তাঁর স্পিনের মতোই রহস্যময়। নাইটদের এই তরুণ স্পিনার একটাও প্রথম সারির ম্যাচ খেলেননি। নিজের রাজা দলের হয়ে কখনও খেলার সুযোগ পাননি। এমনকী কেকেআর অধিনায়ক নীতীশ রানাও জানেন না, সুয়শের বাড়ি ঠিক কোথায়! কেকেআর শিবির শুধু এইটুকু জানে, সুয়শ দিল্লির ছেলো। আইপিএলের আগে নাইটদের ট্রায়ালে এসেছিলেন। সেখান থেকেই কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের নজরে আসেন তিনি। কেকেআরের পছন্দেই নিলামে যান তরুণ স্পিনার। তাঁকে ২০ লক্ষ টাকায় কেনে নাইটরা। নাইটদের কোচ ম্যাচ শেষে বলছিলেন, সুয়শ ট্রায়ালে এসেছিল। সেখানেই দেখি যে ও দু'দিকেই বল ঘোরাতে পারে। সেই দেখেই ওকে নেওয়া। অভিজ্ঞতা কম, কিন্তু প্রতিভা রয়েছে সুয়শের মধ্যে। উনিশ বছরের সুয়শ মূলত লেগস্পিনার। কিন্তু সাধারণ লেগ স্পিনারদের মতো লেগ স্পিন, গুগলি তিনি করেন না। দু'দিকেই বল ঘোরাতে পারেন। এবং কোনটা কোন দিকে ঘুরবে, সেটা হাত দেখে বোঝা মুশকিল। বলটা ছাড়ার সময় সুয়শের মুখ আকাশের দিকে উঠে যায়। উনিশ বছরের সুয়শ যে একেবারে ব্যাট করতে পারেন না, তা নয়। সময় এলে নাকি ব্যাট হাতেও ম্যাজিক দেখাতে পারেন তিনি। তবে মূলত তিনি বোলার। সুয়শের কাঁধ পর্যন্ত চুলা। মুখে সর্বদা হাসি। এর আগে বড় স্তরে খেলা বলতে দিল্লির অনূর্ধ্ব-২৫ দলে একবার সুযোগ পেয়েছিলেন। রাজের দলে কখনও সুযোগ পাননি। তারপরই কেকেআর। সে অর্থে বা মঞ্চে এই প্রথম নামলেন তিনি।

আরসিবির বিরুদ্ধে জিতিয়ে দিল কলকাতাকে। ম্যাচের রেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার নিতে এসে বেশ শান্ত দেখা গেল মহারাষ্ট্রের ক্রিকেটারকে।

শার্দূল জানিয়ে দিলেন, তাঁর ইনিংস আচমকাই আসেনি। নেটে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। বলেছেন,

জানি না কী ভাবে এত ভাল খেলে দিলাম। কিন্তু সেই সময় স্কোরবোর্ড দেখলে যে কেউ বুঝতে পারতেন আমরা সমস্যার মধ্যে ছিলাম। তখন একটা অন্য মানসিকতা কাজ করছিল আমার মধ্যে। অবচেতন মনে ভাল কিছু করার ইচ্ছে ছিল। উঁচু পর্যায়ে এ রকম খেলার মতো দক্ষতা আমার রয়েছে। তা ছাড়া নেটে কঠোর পরিশ্রমও করি আমরা তাঁরা অনুশীলন করেন, সেটাও ব্যাখ্যা করেছেন শার্দূল। বলেছেন, কোটিং দলের সদস্যরা আমাদের প্রোডাইন দেন। দূরে শট মারার মতো বলও করা হয়। আমরা সবাই জানতাম ইডেনের পিচ কেমন হবে। ব্যাটারদেরই সাহায্য করে। তবে সুয়শ দারুণ বল করেছে। সুনীল নারাইন বা বরুণেরও আলাদা করে প্রশংসা প্রাপ্য। মজা করে খেলেছে, উইকেট নিয়েছে। নিখুঁত একটা দিন গেল আমাদের জন্যে।

## দীর্ঘ আইপিএল ম্যাচে বিরক্ত ক্রিকেটাররা

মুম্বাই, ৭ এপ্রিল ঃ দল বেড়েছে আইপিএল। দিনও কিন্তু সবকিছুর থেকে ত্রমশ কি বিরক্তি হয়ে উঠছে, ম্যাচের মোট সময়? দর্শকরা কী ভাবছে, তা হয়তো বলা কঠিন। কিন্তু ক্রিকেটাররা যে অধৈর্য হয়ে পড়ছেন, বলাই যায়। টেস্ট এবং ওডিআই ক্রিকেটের একথেকেই কাটাতেই আনা হয়েছিল টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাট। কিন্তু টি-টোয়েন্টি ম্যাচ কি এত দীর্ঘ হয়? এই সময়ে ওডিআই ক্রিকেটের একটা ইনিংস শেষ হয়েছে অনেকটা সময় বাকি থাকবে। তাহলে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট দেখার উসাহ কী ভাবে একই থাকবে! এমন ভাবনা আসাই স্বাভাবিক। প্রতিটি দলেরই ওভার শেষ করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে দেওয়া হয়। কিন্তু এ বারের আইপিএলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইনিংস কিংবা ম্যাচ শেষ হতে দেখা যাবেনি। দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম গুজরাট টাইটান্স ম্যাচটাই ধরা যাক। সন্ধ্য সাড়ে ৭টায় ম্যাচ হলেও বিকেল ৫.৩০ এর মধ্যে ৮০ শতাংশ দর্শক মাঠ ভরিয়েছে। আগে আসার অন্যতম কারণ, ওয়ার্ম আপে প্রিয় ক্রিকেটারদের দেখা। কিন্তু বেরোনার সময় যন্ত্রণা সঙ্গী হচ্ছে। অনেকে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই চলে যাচ্ছে। বিষয়টা শুধু দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম গুজরাট ম্যাচে নয়

ইনিংসই ১২০ মিনিট! হ্যাঁ, এ বারের আইপিএলে এমনটাই দেখা যাচ্ছে। প্রতিটি দলের একটা ইনিংসের জন্য বরাদ্দ থাকে ৯০ মিনিট। এর মধ্যে ২০ ওভার শেষ করার কথা। কার্যক্ষেত্রে এমনটা হচ্ছে না। একটা ইনিংস শেষ হতে চলে যাচ্ছে আধঘণ্টা বেশি সময়। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। স্রোইতে যেনিরা মেয়েছিলেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে। মাঠে কুকুর ঢুকে পড়ায় ৫ মিনিট দেরিতে শুরু হয় ম্যাচ। রাজস্থান রয়্যালসের বিধ্বংসী ওপেনার তথা বিশ্বজয়ী ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ইমোজি এবং আইপিএল হ্যাশট্যাগ দিয়ে পোস্ট করেন, খেলার গতি বাড়ুক প্লিজ। সেই ম্যাচের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছিল ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে। ম্যাচ শেষ হয় রাত ১১.৩০টার পর। কোনও দল অলআউট না হলে অথবা রান তাড়ায় দ্রুত না জিতলে প্রায় প্রতি ম্যাচেই এই চিত্রটা দেখা যাচ্ছে। তবে এটাই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের কিংবা আইপিএলের প্রথম ন'টি ম্যাচের সবচেয়ে দীর্ঘ ইনিংস নয়। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে মুম্বাই

ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর নেমেছিল। আরসিবি বোলিং শেষ হয় ২ ঘণ্টা ২মিনিট! তেমনই গুজরাট টাইটান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস উদ্বোধনী ম্যাচে হার্দিকরা বোলিং শেষ করেছিলেন ২ ঘণ্টায়। ওপেনিং সেরিমনির জন্য এমনিতেই ম্যাচটাই ২ মিনিট দেরিতে শুরু হয়েছিল। এ বারে আইপিএলে কোনও সম্পূর্ণ ইনিংস নেই যেখানে ৯০ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়েছিল। এই যে ৯০ মিনিট দেওয়া হয় এর মধ্যে ৫ মিনিট স্ট্রাটজিক টাইম আউট ধরাই থাকে। সব মিলিয়ে আইপিএলে একটি ম্যাচের জন্য ধরা থাকে ৬ ঘণ্টা ২০ মিনিট।

টিমগুলি যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইনিংস শেষ করতে পারে, এর জন্য নানা পেনাল্টিও রয়েছে। কোনও দল বেশি সময় নিলেই পেনাল্টি হিসেবে ফিল্ডিং বিধি নিষেধও আনা হয়েছে। ৯০ মিনিটের মধ্যে ওভার শেষ না হলে, বাকি ওভারগুলিতে ৩০ গজ সার্কেলের বাইরে একজন কম ফিল্ডার নিয়ে বোলিং করতে হয়। দর্শকদের কথা ভেবে ৮টার পরিবর্তে আধ ঘণ্টা এগিয়ে আনা হয়েছিল আইপিএলের ম্যাচ। কোনও কিছুতেই লাভ হয়নি। প্রায় প্রতিটি ম্যাচই ৪ ঘণ্টা সময় লাগছে শেষ হতে। ফলে একদিনে দুটো ম্যাচ থাকলে টেলিভিশন এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মের দর্শকরা যেমন সমস্যায় পড়ছেন। মার্চের দর্শকদেরও বিরক্তি বাড়ছে। যা কোনও ভাবেই আইপিএল কিংবা ব্রডকাস্টারদের জন্য ভালো বার্তা নয়। ম্যাচ দেরি হওয়ার ক্ষেত্রে ওভার বাউন্ডারি হওয়া, বল খুঁজে পাওয়া যেমন কারণ, তেমনই আরও একটা বড় কারণ রিভিউ। এ বারের আইপিএলে আউটের সিদ্ধান্ত ছাড়া ওয়াইউ-নো বলের ক্ষেত্রেও রিভিউ চালু হয়েছে। ফলে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফের ভাবতে হবে ভারতীয় বোর্ডকে। এখন সব টুর্নামেন্টের শুষ্কর দিক। হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে টুর্নামেন্ট ফেরায় মাঠে দর্শকও বাড়ছে। কিন্তু ম্যাচের সময় যদি এ ভাবেই বাড়তে থাকে, দর্শকরা মুখ ফিরিয়েও নিতে পারেন। ২০১৮ সালে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল যেখানে স্টার স্পোর্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মন্তব্যও ছিল। তিনি পরিস্থার জানিয়েছিলেন, রাত ১০.৪৫ মিনিটের পর থেকেই টেলিভিশন দর্শক সংখ্যা কমে যাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, ১১টার পর গ্রাফটা আরও ভয়ঙ্কর।

### ইস্টবেঙ্গলে আসছেন না লোবেরা!

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সের্গিও লোবেরা কি আদৌ পা রাখবেন লাল-হলুদে? আগামী মরসুমের নতুন কোচ হিসেবে ইতিমধ্যেই এক্সি গোয়াকে আইএসএল জেতানো কোচকে কনফার্ম করে ফেলেছে। স্প্যানিশ কোচ হতে ভীর্ণ আগ্রহী। কলকাতার অন্যতম বড় ক্লাবকে সাফল্য দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য তৈরি। কিন্তু হঠাই নাকি পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে। ওডিশা এক্সিস মতো ক্লাব লোবেরাকে কোচ করার জন্য আসরে নেমেছে। তা হলে কি লাল-হলুদে আসছেন না আইএসএলের অন্যতম সফল কোচ?

লোবেরার সঙ্গে প্রাথমিক কথা হওয়ার পর চুক্তির কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের কর্তারা। তা হলে এখনও কেন চুক্তিতে সই করেননি লাল-হলুদ কোচ? লোবেরা এক্সি গোয়া থেকে আইএসএলের টিম মুম্বাই সিটি এক্সিস কোচ হয়েছিলেন। তখন থেকেই স্প্যানিশ কোচ সিটি গ্রুপের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। ওই গ্রুপেরই হাত ধরে চিনের ক্লাব সিচুয়ান জিউনিউয়ের কোচিংয়ের দায়িত্ব নেন গ্যুত মরসুমে। করোনাই ইস্যুতে চিনের ক্লাব ছেড়ে আসতে রাজি লোবেরা। তার জন্য দরকার এনওসি। যা সিটি গ্রুপ থেকে এখনও মেলেনি।

## ইডেনে বাদশাহ শার্দূল, কেকেআরের রহস্য স্পিনে হারিয়ে গেলেন বিরাটরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ফিরে আসা যায়! প্রথম ম্যাচের শেষে যে কেকেআরকে দেখে অনেকেরই মনে হয়েছিল এই দলটার কোনও ভবিষ্যৎ নেই, মরশুমের দ্বিতীয় ম্যাচেই সেই নাইটরা বুঝিয়ে দিল আইপিএলের সেরাদের লড়াইয়েআভি জিন্দা হ্যায়। কিং খানের সামনে বাদশাহর মতোই খেললেন শার্দূল, গুরবাজ, রিঙ্কু সিংরা। আর বল হাতে ম্যাজিক দেখালেন নাইটদের তিন রহস্য স্পিনার। নিট ফল আরসিবিকে লজ্জার হার উপহার।

এদিন টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে হয় কেকেআরকে। শুরুটা মোটেই ভাল হয়নি নাইটদের। একটা সময় স্রেফ ৪৭ রানে ৬ উইকেট পাড়ে যায়। সেখান থেকে শুরু হয় প্রত্যাবর্তনের লড়াই। ততক্ষণে স্টেডিয়ামে ঢুকে পড়ছেন কিং খান। তাঁর ঝলকানিতে আলোকিত হয়েছে ইডেন। প্রথমে নাইটদের লড়াই শুরু হয় গুরবাজ এবং রিঙ্কুর হাত ধরে। ৪৪ বলে ৫৭ রান করেন আফগান ওপেনার। তারপর আবার ধাক্কা। পরপর দু'বলে আউট গুরবাজ এবং রাসেল। কেকেআর ৮৯ রানে ৫। তারপর যেটা হলে সেটা অনেকেই ভাবেননি। কোনও এক শার্দূল ঠাকুর এসে জীবনের সেরা টি-২০ ইনিংসটি খেলে দিলেন। বিরাট ভক্ত অর্ধেক ইডেনকে শান্ত করে দিয়ে স্রেফ ২৯ বলে ৬৮ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের লর্ড। আর যে রিঙ্কু সিন্কে এতক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছিল, তিনিও শেষ মুহূর্তে যেন জ্বলে উঠলেন। তিনি শেষ করেছেন ৩৩ বলে ৪৬ রানে। একটা সময়ে যখন মনে হচ্ছিল KKR দেড়শোও পেরোবে না, সেখান থেকে নাইটরা পৌঁছে গেল ২০৪ রানে। পিচে এই ২০৫ রানের লক্ষ্যও বিরাট কিছু মনে হচ্ছিল না। সম্ভবত এই রানে পৌঁছতে ফ্যাফ ডু'প্লেসিস, বিরাট কোহলি, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের



বিরাট অসুবিধা হতও না। যদি না সুনীল নারিন, বরুণ চক্রবর্তী আর সূর্য শর্মাদের মতো তিনজন রহস্য স্পিনার থাকত নাইটদের। প্রথম চার ওভারে নাইটদের দুই পেসারকে ভালই পিটিয়েছিলেন কোহলি এবং ফ্যাফ। কিন্তু পাঁচ নম্বর ওভারে সুনীল নারিন বল করতে আসার পরই বদলে গেল খেলা। প্রথমে বিরাটকে ম্যাজিক বলে ক্লিন বোল্ড করে দিলেন নারিন। তারপর বরুণের বলে একইভাবে ফিরলেন ফ্যাফ। আর তারপর একে একে ম্যাক্সওয়েল, হর্ষল। বরুণদের রহস্য যেন কেউ বুঝতেই পারলেন না। রহস্য অবশ্য এখানেই শেষ নয়। আরও বাকি ছিল। ১৯ বছরের তরুণ সুয়শ শর্মা যেন কেকেআরের রহস্য স্পিনারদের তালিকায় নয়া সংযোজন। যেটুকু কাজ নারিন-বরুণের কাছে রেখেছিলেন, সেটা করে বরুণের হাতেই তরুণ রহস্য স্পিনার। তিনি ফেরালেন দীশে কার্তিক, অনুজ রাওয়তাদের। ফলে আরসিবির ইনিংস ১২৩ শেষ রানেই। নাইটরা ৮১ জিতল রানে।

## বাধা-বিপত্তি না থাকলে সাফল্য এত মধুর হত না, ধারণা সবুজ-মেরুন কোচ ফেরান্দোর

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ অনেক সমালোচনা, নিন্দা, এমনকী কটুক্তিও শুনতে হয়েছে তাঁকে। সে সব কণ্ঠপাত করেননি তিনি। শুনেছেন শুধু নিজের মন ও মস্তিষ্কের নির্দেশ ও পরামর্শ। যা ভাল মনে করেছেন, সেটাই করেছেন। সবুজ-মেরুন জনতার ক্ষোভে উত্তপ্ত স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতরেও তিনি সফল হয়েছেন এক কঠিন অভিযানে।

তিনি এটিকে মোহনবাগানের স্প্যানিশ কোচ হুয়ান ফেরান্দো। শত বাধা, বিপত্তি পেরিয়েও দলকে হিরো ইন্ডিয়ান সুপার লিগে চ্যাম্পিয়নের ট্রফি এনে দিয়ে যিনি এখন হাসছেন আর সবাইকে বলছেন, আমিই তা হলে ঠিক ছিলাম। দলের মধ্যে চোট-আঘাত সমস্যা, গোল খরা, নির্ভরযোগ্য ফরোয়ার্ডদের ফর্মে না থাকা, সমালোচনার ঝড়-এ সব সামলেও তিনি যে আজ হিরো আইএসএল ২০২২-২৩ মরশুমের চ্যাম্পিয়নদের কোচ, এটা ভাবতে অবাক লাগলেও এটাই সবচেয়ে বড় সত্যি এবং এর কৃতিত্ব অনেকটাই প্রাপ্য একরোখা মনোভাবাগ্ন কোচ ফেরান্দোর।

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সমর্থকেরা সবাই একসঙ্গে নাগাড়ে বলে এসেছেন, ডেভিড উইলিয়ামস, রয় কৃষ্ণদের ছেড়ে দেওয়ার পর

দিমিত্রিয়স পেট্রাটসের সঙ্গে একজন বিশেষজ্ঞ স্ট্রাইকার দলে আনা উচিত ছিল ক্লাবের। কিন্তু একা দিমিত্রিকে দিয়েই কাজ চালিয়েছেন। ২৩টি ম্যাচে ১৯টি গোলে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। গোলের সংখ্যা কম হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এত গোলের সুযোগ তৈরি করেছে সবুজ-মেরুন বাহিনী, তা বেনজির। লিস্টন কোলোসো, মনবীর সিং, হুগো বুমৌস, পেট্রাটসরা সুযোগ কাজে লাগাতে না পারার জন্যই যে গোলখরা দেখা দিয়েছিল, তা মরশুমের শেষ সবাই বুঝেছেন। তাই বিশেষজ্ঞ স্ট্রাইকার আনা নিয়ে আর কেউ কিছু বলতে পারেননি। এখানেই ফেরান্দোর জিত।

নর্থইস্ট ইন্ডাইটেডের কাছে ০-১-এ হারের পরেও সমালোচনার ঝড় উঠছিল। অনেকেই তখন বলে দিয়েছিলেন গত বারের সেমিফাইনালিস্টদের আর এ বার সেমিফাইনালে উঠতে হচ্ছে না। কিন্তু সেই ব্যর্থতার রাতেই নাকি ফেরান্দো এটিকে মোহনবাগান কর্তাদের কথা দিয়েছিলেন দলকে ফাইনালে তুললেই ছাড়বেন। এবং সেটাই করে দেখিয়ে দেন তিনি। আত্মপ্রত্যয়ের এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কীই বা হতে পারে?

সেই রাতের কথা নিজেই জানিয়ে ফেরান্দো বলেছেন, তখন ক্রিসমাসের সময়। সবাই হতাশায় ডুবে। মাত্র তিনজন বিদেশি তখন সুস্থ

ছিল। তাই আরও কয়েকজন খেলোয়াড়কে আমরা সই করাতে চাইছিলাম। এই ব্যাপারটাকেই তখন সবচেয়ে গুরুত্ব দিই।

দলের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমি আমার দল সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম। যাবতীয় বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও যে আমরা যে সফল হতে পারব, তা নিয়ে আমার মনে কোনও দ্বিধা ছিল না। আমার মন সমানে তা-ই বলে চলেছিল। তাই টিম ম্যানেজমেন্টকেও সেটাই জানিয়ে দিই। সম্প্রতি খেল নাও ওয়েবসাইটেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন ফেরান্দো। এই যে এত বাধা-বিপত্তি, অভিযোগ, নিন্দা, কটুক্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সাক্ষরার চূড়ায় পা রাখতে পেরেছেন, এতেই আনন্দ কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে বলে মনে করেন সবুজ-মেরুন কোচ। তাঁর মতে, শুধু ফুটবলে নয়, জীবনের ক্ষেত্রেও, প্রত্যেকেরই নিজের বিশ্বাসকে বুকে আঁকড়ে ধরে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া উচিত। বাধা-বিপত্তি না থাকলে কি আর এই সাফল্য এত মধুর হত? বোধহয় না।

হিরো আইএসএলে যোগ দেওয়ার পর তৃতীয় বছরে সাফল্য এল এটিকে মোহনবাগানের। প্রথম বছরেই অবশ্য ট্রফি চোখের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছিল। সে বার ফাইনালে মুম্বাই সিটি এক্সিস-র কাছে শেষ মুহূর্তে গোল

খেয়ে ট্রফি জয়ের স্বপ্ন চূরমার হয়ে যায় সবুজ-মেরুন বাহিনীর। কিন্তু এ বার আর সেই ভুল করেনি তারা। হিরো আইএসএলে তারা চ্যাম্পিয়ন। স্বাভাবিক ভাবেই আসন্ন সুপার কাপেও তারা ফেভারিট। এবং এবারও কোচ প্রভাবী। বিশ্বাস করেন, এই টুর্নামেন্টেও খারাপ করবে না তাঁর দল। বলেন, আমার, দলের খেলোয়াড়, স্টাফ সবার কাছেই আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটাই আসন্ন সুপার কাপে সবচেয়ে বড় প্রেরণা হয়ে উঠতে চলেছে। আমরা পেশাদার দল, আমাদের মানসিকতাও সে রকমই।

চোটের জন্য সারা মরশুমে খেলতে পারেননি স্প্যানিশ ডিরেক্টর তিরি। ফিনল্যান্ডের মিডফিল্ডার জনি কাউকোরও অস্ত্রোপচার হওয়ায় তিনিও মরশুমের অর্ধেকটা খেলতে পারেননি। সুপার কাপে কি এঁদের দেখা যেতে পারে? প্রকাশের ইঙ্গিত, তিরিকে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু জনিকে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। সম্পূর্ণ সেরে উঠতে ওর আরও সময় লাগবে। সাফল্যের ধারাবাহিকতা সুপার কাপেও বজায় থাকবে, এই আশায় বুক বেঁধে রয়েছেন সমর্থকেরা। কিন্তু এই লড়াই যে আরও কঠিন, তাও জানেন সবাই। লিগে একটা ম্যাচ হারলে পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকে। এ বার সে সুযোগ নেই। একটা হার মানেই বিদায়।